ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-70 ■ 10 December, 2025 ■ আগরতলা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার বিতর্কে রাহুলের তোপ

বিজেপি নির্বাচন কমিশনের ব্যবহার করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ।। নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে লোকসভায় আলোচনায় মঙ্গলবার তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যখন কংগ্রেসের নেতা ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

রাহুল গান্ধী আবারও হরিয়ানার ভোটার তালিকায় বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেন, হরিয়ানার ভোটার তালিকায় একজন ব্রাজিলিয়ান মহিলা ২২ বার উপস্থিত আছেন। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন চুরি হয়েছে এবং এই চুরিকে সুনিশ্চিত করেছে নির্বাচন কমিশন।

গান্ধীর দাবি, নির্বাচন কমিশনের কাছে এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই এবং সংস্থাটি নির্বাচনের স্বচ্ছতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শীতকালীন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তুলেন, কেন হাজার হাজার নকল ভোটারের নাম এবং এক মহিলার ছবি বহুবার ভোটার তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, উত্তর প্রদেশের এক বিজেপি নেতা হরিয়ানায় ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। বিহারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বিহারে এসআইআর-এর পরও ১.২ লক্ষ নকল ছবি ভোটার লিস্টে কেন রইল? যদি তালিকা পরিষ্কার হয়ে থাকে, তাহলে এত ডুপ্লিকেট রইল কীভাবে? তিনি দাবি করেন, শুধু হরিয়ানাই নয়, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশসহ একাধিক রাজ্যে একই ধরনের কারচুপি হয়েছে।

রাহুল গান্ধী নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে চারটি বড় পদক্ষেপের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ভোটের এক মাস আগে সব রাজনৈতিক দলকে মেশিন-রিডেবল ভোটার তালিকা সরবরাহ করতে হবে। ফুটেজ ধ্বংস করার অনুমতি দেয় যে আইন, তা প্রত্যাহার করা হোক। ইভিএম-এর নকশা ও আর্কিটেকচার প্রকাশ করা এবং বিশেষজ্ঞদের তা পরীক্ষা করতে দেওয়া উচিৎ। সর্বোপরি, নির্বাচন কমিশনারদের আইনি দায়মুক্তি প্রত্যাহার করা খুবই জরুরি।

তিনি আরও বলেন, এই আইন আপনাদের রক্ষা করবে মনে করলে ভুল করছেন। আমরা আইন পরিবর্তন করব, প্রয়োজনে অতীতেও প্রযোজ্য করব, এবং আপনাদের খুঁজে বের করব, এই মন্তব্যে তিনি নির্বাচন কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন।

বক্তৃতার সময় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অভিযোগ করেন যে রাহুল গান্ধী বিষয় থেকে সরে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস সাংসদ সবার সময় নষ্ট করছেন, আলোচ্য বিষয়েই থাকা উচিত।

রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপি সাংসদ সাম্বিত পাত্র বলেন, রাহুল গান্ধী আজ যেসব তথ্য পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এগুলো তথ্য নয়মিথ্যা।

তিনি অভিযোগ করেন, লোকসভায় কখনও কোনো বিরোধী দলনেতা নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে এমন হুমকি দেননি। পাত্র বলেন, ক্ষমতায় এলে ছাড়বেন না, এ ধরনের হুমকি রাহুল গান্ধীর ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জবাবে পাত্র বলেন, ৪৫ দিনে সিসিটিভি ফুটেজ ধ্বংস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৫ বছর ত্রিপুরাকে ধ্বংস করেছে সিপিএম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন প্রত্যেককে অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কাজ করতে হবে, যাতে তারা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে, কারণ ৩৫ বছরের সিপিএম শাসন রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল।

আজ সোনামুড়ার নয়া মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর (ভার্চুয়ালি) স্থাপনের পর একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের অবশ্যই আগামী প্রজন্মের জন্য কাজ করতে হবে, যাতে তারা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসন সিপাহীজলা জেলা এবং সমগ্র রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এই সোনামুড়া মহকুমা থেকে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কখনোই উন্নয়নের জন্য কাজ করেননি। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদে আমরা সিপাহীজলা জেলা এবং সমগ্র রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৮টি প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭টি স্বাস্থ্য খাতের জন্য, ৫টি শিক্ষা খাতের জন্য, ৫টি রাজস্ব দপ্তরের জন্য এবং একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি আমরা পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে না পারি, আমরা রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারবো না এবং সেখানে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ সম্ভব হবে না। সেজন্য আমরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮'র বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ণপত্র

মন্ত্রী টিংকুর বিরুদ্ধে জাল ও ভুয়ো সার্টিফিকেট দাখিলের অভিযোগ নিয়ে থানায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের মন্ত্রী ও চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। অভিযোগ জমা পড়ার পর পুরো কৈলাসহর জুড়ে রাজনৈতিক পারদ দ্রুত চড়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিত সিনহার নেতৃত্বে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মো. বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী নর সিংহ দাস, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা, রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্যসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কৈলাসহর থানায় গিয়ে ওসি তাপস মালাকারের কাছে অভিযোগপত্র জমা দেন।

পরবর্তী সময়ে অভিযোগপত্রের রিসিভ কপি হাতে নিয়ে কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হন দলীয় নেতারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী নর সিংহ দাস জানান, অভিযোগকারী চন্দ্রশেখর সিনহা যে অভিযোগ জমা দিয়েছেন, তাতে দাবি করা হয়েছে মন্ত্রী টিংকু রায় ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কদমতলা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা দেওয়ার সময় এফিডেভিটে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ২০০৪ সালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। একই তথ্য তিনি ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চন্ডীপুর কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ও এফিডেভিটে উল্লেখ করেন।

কংগ্রেসের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও শিক্ষাগত সার্টিফিকেট "জাল" এবং "ভুয়ো" বলে তাদের দাবি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, অন্য একটি মামলায় সিবিআই তদন্তেও ওই বোর্ডকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছেএমন দাবিও করেছে কংগ্রেস। তাছাড়া অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রী নমিনেশনের সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৬'শে এডিসি থেকে মথার বিদায় নিশ্চিত ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ২০২৬ সালে এডিসি থেকে মথার বিদায় নিশ্চিত। এই কারণেই বিজেপির উপর হামলা হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করে মথা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জোরালো দাবি তুললেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার নেতা ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক বিপিন দেববর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিপিন দেববর্মা আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র ভবনের সামনে বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে একটি মেগা যোগদান সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে বহু জনজাতিরা বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ওই প্রায় রাজ্যের সমস্ত জেলার থেকে ৫ হাজারের ও বেশি জনজাতিরা যোগদান করবেন। তিনি জানান, এই যোগদান সমাবেশ প্রমাণ করবে যে জনজাতি সমাজ এখন বিকল্প শক্তি হিসেবে বিজেপিকেই এগিয়ে রাখছে।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গন্ডামি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হবে না। তাঁদের কর্মীরা প্রতিনিয়ত বিজেপির কর্মীদের উপর আক্রমণ করছেন। তাতেই তিপরা মথার জনপ্রিয়তা দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং দলটি নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে না পেরে হামলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে বিজেপি এসব হামলাকে ভয় পায় না এবং গণতান্ত্রিক পথে লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

২৩'শে মথার কাঁধে ভর করে ক্ষমতায় ফিরেছিল বিজেপি ঃ মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার রাজনৈতিক মঞ্চে ফের তীব্র সুরে সরব হল তিপরা মথা। ২০১৮ সালে আইপিএফটির কাঁধে ভর করেই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০২৩ সালে মথার কাঁধেই ভর করেই ক্ষমতায় বহাল হতে পেরেছে। তিপরা মথা ছাড়া সরকার সম্ভব নয়, দাবি মথা নেতৃত্বদের।

মঙ্গলবার রাজধানীর চন্দ্র মহলে তিপরা মথার আয়োজিত যোগদান অনুষ্ঠানে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা।

এইদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ২১ পরিবারে মোট ৮৪ জন ভোটার তিপরা মথায় যুক্ত হন প্রতিমন্ত্রীর হাত ধরে। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জানান, যোগদানের মধ্যে রয়েছেন, ছাওমনু মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি মোহন লাল চাকমা, ইন্দ্রজিৎ বণিক, ধনঞ্জয় রিয়াং, প্রেম রঞ্জন চাকমা, রাজেশ চাকমা, দিনেশ দাস। এছাড়া করমছড়া মন্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত দে, লালন ত্রিপুরা ডার্লং, প্রসেনজিৎ শিব, রাজকুমার রিয়াং-সহ আরও অনেকে।প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, নবাগতরা আগামী দিনে দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথা নেতৃত্বের দাবি, "২০২৩ সালে তিপরা মথা কুড়িটি আসনে প্রার্থী না দিলে বিজেপি আজ ত্রিপুরায় থাকত না। মথার উপর ভর করেই রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় হস্ত শিল্প পুরস্কার পেলেন রাজ্যের শিল্পী রঞ্জিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আজ অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার ২০২৩---২৪ বিতরণী অনুষ্ঠান। এ বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দক্ষ কারুশিল্পীদের মধ্যে থেকে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার পূর্ব নলছড়ার বাসিন্দা রঞ্জিত দাস। বাঁশের ঝুড়ি তৈরিতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও ঐতিহ্যবাহী নৈপুণ্যের জন্য রাষ্ট্রপতি মাননীয়া দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার ধারে বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার বিলাসবহুল গাড়ি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বিশালগড়ের গোকুলনগর এলাকায় রাস্তার পাশে গুরুতর বিধ্বস্ত অবস্থায় একটি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, আজ সকালে এখানে এই গাড়িটিকে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটি দুর্ঘটনা না কি হামলা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, এটি একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা হতে পারে। তবে অন্য একটি মহল আবার সন্দেহ প্রকাশ করে জানাচ্ছে, ঘটনাটি শুধুমাত্র দুর্ঘটনা নাও হতে পারেপরিকল্পিত আক্রমণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গাড়িটির পেছনের দিক সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দিয়েছে পুলিশকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত মূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গাড়ির চালক বা আরোহীদের সন্ধান এখনো পর্যন্ত মেলেনি। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

৺গৌতম পাল

জন্ম : ২৫/০৮/১৯৬৪ • প্রয়াণ : ০৯/১২/২০২৪

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"

প্রণত:
শ্রীমতী সোমা পাল (সহধর্মিনী), সংগীতা ও অলমিতা (কন্যাগণ) এবং সিস্টার পরিবারবর্গ।

সিস্টার Sister Spices
সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক

তিনটি দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু জখম দুই বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ ধর্মনগর ৯ ডিসেম্বর।। গর্জি ফাঁড়ি এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কুফলাং নোয়াতিয়া নামে এক যুবক(২০)। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাড়িতে ৩ মাসের একটি সন্তান রয়েছে তারআর সেই সন্তানের মাথার উপর থেকে চিরতরে সরে গেল বাবার ছায়া।

সোমবার গভীর রাতে মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক ও একটি ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কুফলাং-এর। তার সঙ্গে থাকা আরও এক যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করে। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া শেষে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ঘাতক গাড়িটি পুলিশ আটক করেছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এদিকে, ধর্মনগর হাফলং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে জাতীয় সড়কে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, ধৃত পাচারকারী আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আমতলী এলাকার জাতীয় সড়কে তল্লাশি চলাকালীন পুলিশ ও টি এস আরের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল একটি গাঁজা বোঝাই মারুতি গাড়ি। গাড়িটিকে থামানোর সংকেত দেওয়া হলে চালক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দ্রুত বিশালগড়ের দিকে পালানোর চেষ্টা করে।

ঘটনার পরপরই এন্টি নারকোটিক শাখার এসপি শ্যামানন্দ শর্মা, আমতলীর এসডিপিও পারমিতা পান্ডে এবং আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ধাওয়া শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুকনো গাঁজা সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।।: আমবাসা চান্দ্রাইছড়া রেল কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই যুবকের কাছ থেকে প্রায় দশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশ জানায়, সন্দেহভাজনভাবে দুই যুবক ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদের দেহ তল্লাশি ও সঙ্গে থাকা ব্যাগ পরীক্ষা করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাওয়া যায়। ঘটনার সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১০ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৩ অগ্রহায়ণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাইবার জালিয়াতি

ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় গত পাঁচ বছরে সাইবার জালিয়াতির সংখ্যা বাড়িয়াছে। লোকসভায় জানাইলেন মোদি সরকার। সাইবার ফ্রড নিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। তারই জবাবে অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লিখিতভাবে জানাইয়াছেন, গত পাঁচ বছরে ডিজিটাল পেমেন্টের জেরে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯১টি জালিয়াতি হইয়াছে। যাহার আর্থিক অঙ্কের পরিমাণ ৩ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। অথচ উদ্ধার হইয়াছে মাত্র ২৩৮ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি জালিয়াতি
হইয়াছে ক্রেডিট কার্ডের লেনদেনে। আধার কার্ড নম্বর দেওয়ানে ওয়ার মাধ্যমে লেনদেনেও জালিয়াতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়াছে। গত বছর যে সংখ্যা ছিল ৩৬৬। এবার তাহা হইয়াছে ৯৮০ টি।

সাইবার জালিয়াতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইলো ডিজিটালিজেশনের দ্রুত প্রসার এবং সেই অনুযায়ী সচেতনতার অভাব। নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই এবং মোবাইল ওয়ালেটের মতো ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতারকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হইয়াছে।ফিশিং ইমেল, ভুয়ো ওয়েবসাইট বা স্প্যাম মেসেজের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া এখন খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।প্রতারকরা ক্রমাগত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করিতেছে, যেমন - ”ডিজিটাল অ্যারেস্ট” , লোন স্ক্যাম, কেওয়াইসি স্ক্যাম, এবং লটারি বা পুরস্কারের প্রলোভন। সাধারণ মানুষ এসব নতুন প্রতারণার ফাঁদ সহজে চিনিতে পারে না।দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা, সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট না করা, এবং টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহার না করিবার মতো কারণে অ্যাকাউন্টগুলো অরক্ষিত থাকে। হ্যাকাররা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ব্যবহারকারীর জন্ম তারিখ, ফোন নম্বর, এবং অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া হামলা চালায়।সাইবার জালিয়াতি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখিতে সচেতনতা ও সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঙ্ক বা কোনো সরকারি সংস্থা কখনোই ফোন করিয়া আপনার ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড কার্ডের পিন বা পাসওয়ার্ড জানিতে চাইবে না। কেউ এসব চাইলে বুঝিবেন সেটি জালিয়াতি। ইমেল, এসএমএস বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা কোনো অপরিচিত বা সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো ফাইল বা অ্যাটাচমেন্ট খোলার আগে তাহার উৎস যাচাই করুন।সামাজিক মাধ্যমে আপনার ফোন নম্বর, জন্মতারিখ, বা ঠিকানার মতো ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভ্রমণে থাকাকালীন ছবি তখনই পোস্ট করা থেকে বিরত থাকা ভালো।এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন যাহা সহজে অনুমান করা যায় না। পাসওয়ার্ডে ছোট ও বড় হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নের মিশ্রণ ব্যবহার করুন। একই পাসওয়ার্ড একাধিক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করিবেন না।আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্ট (ব্যাঙ্ক, ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া) সুরক্ষিত রাখিতে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখুন।আপনার কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এবং অ্যাপগুলি নিয়মিত আপডেট করুন। পুরোনো সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন সাইবার হামলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হইতে পারে।আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত তথ্য আদান-প্রদানের সময় পাবলিক বা ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।যদি আপনি সাইবার জালিয়াতির শিকার হন, তবে যত দ্রুত সম্ভব সাইবার হেল্পলাইন নম্বরে (যেমন ভারতে১৯৩০) ফোন করুন এবং সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অভিযোগ দায়ের করুন।আপনার যদি আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে আপনার ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থাকে জানান এবং কার্ড ব্লক করার পদক্ষেপ নিন।প্রতারণার শিকার হইলে সাথে সাথে আপনার সমস্ত অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন এবং যদি কোনো ভুয়ো অ্যাপ ডাউনলোড করিয়া থাকেন তবে সেটি আনইনস্টল করুন।

জেন জি-র কাছে দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষের বৌদ্ধিক প্রাসঙ্গিকতা

রতন ভট্টাচার্য

ভারতের নবজাগরণকালীন বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে স্বতন্ত্র, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অনন্য দার্শনিক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ অথবা ঋষি অরবিন্দ। তাঁর চিন্তার পরিধি যেমন গভীর, তেমনই পরিব্যাপ্ত- রাজনীতি থেকে বিপ্লব, বিপ্লব থেকে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে যোগ ও মানব-চেতনার বিবর্তন- সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি রেখেছেন এক বিরাট বৌদ্ধিক ইমপ্রিন্ট। আজকের জেনারেশন জি একটি প্রজন্ম যারা ডিজিটাল ঝড়ের মধ্যে বেড়ে উঠছে, অভূতপূর্ব প্রযুক্তি-নির্ভরতা, তীব্র মানসিক চাপ, পরিচয়-সংকট, বিশ্বায়নের সংঘর্ষ ও সামাজিক ন্যায়ের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন- তাদের কাছে আরবিন্দ ঘোষকে ফিরে দেখা একটি নতুন মানবিক ও বৌদ্ধিক পথ সন্ধানের সুযোগ করে দেয়। কারণ তিনি শুধু অতীতের ও একজন ইংরেজ-বিরোধী বিপ্লবী নন; তিনি ভবিষ্যতের - দার্শনিক, এক visionary, যার কথাগুলি আজকের ত পরিবর্তিত পৃথিবীতে আরও বেশি সত্য বলে মনে হয়। এয় শ্রী অরবিন্দ ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, যোগী, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর যে রচনাসমূহ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত ন. এবং আধুনিক ভারতীয় চেতনায় বিরাট প্রভাব ফেলেছে। The Life Divine অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ও যার দার্শনিক চিন্তার শীর্ষ প্রকাশ। এখানে তিনি মানবজীবন, জান চেতনার বিকাশ, অধিবিদ্যা ও ‘‘Supermind’’ ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। Savitri- A Legend and a Symbol এক মহাকাব্যের মতো বিস্তৃত দার্শনিক কবিতা। Essays on the Gita- গীতার উপর অরবিন্দের এর ব্যাখ্যা-গীতি দর্শন, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও দ জ্ঞানযোগ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ “The Synthesis of ” Yoga বিভিন্ন যোগপথকে একত্র করে এক সামগ্রিক যোগরূপ ব্যাখ্যা-Integral Yogaœ The Human Cycle– The Ideal of Human Unity– War and Self Determination-র রচনাগুলোতে মানবসমাজ, রাষ্ট্র, মানবসভ্যতার বিবর্তন এবং যুদ্ধ-শান্তি বিশ্লেষণ করেছেন। Letters on Yoga শিষ্যদের উদ্দেশে লিখিত চিঠি- যোগ, সাধনা, চেতনার পরিবর্তন ও জীবনচর্চা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। The Foundations of Indian Culture ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি, দর্শন, সাহিত্য ও চেতনার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। Om Poetry and Poetics– The Future Poetry কবিতা কীভাবে সৃষ্টি হয়, কবিতার কলা, ভবিষ্যৎ কাব্যের ধারা- এসব বিষয়ে চমৎকার রচনা। Bande Mataram G Karmayogin পত্রিকার রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের মুক্তি, জাতীয় জাগরণ, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম নিয়ে লেখা রাজনৈতিক রচনা। ও যদিও তাঁর প্রধান লেখা ইংরেজিতে, বাংলাতেও তাঁর ভন্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা আছে কলিকাতা থেকে । বন্দেমাতরমে প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘‘ধর্ম ও জাতীয়তা’’ ‘‘কৈবল্য’’ চিঠিপত্র ও ভাষণ প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা কবিতা ও অনুবাদ। তিনি এক জায়গায় লিখেছিলেন, “The seeker after truth must be ready to follow wherever it leads.’’ এই উদ্ধৃতি যেন জেনারেশন জেড-এর আত্মার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বদ্ধমূল চিন্তাকে ভেঙে নতুন পথ খোঁজাই তাদের প্রবণতা। তাই অরবিন্দের চিন্তা তাঁদের মুক্তমনা অভিযাত্রায় একটি দিশারি হয়ে জেনারেশন জি-র সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাদের অবিরাম প্রশ্ন করার ক্ষমতা। তারা জেনে নিতে চায় সত্য কী, ন্যায় কী, স্বাধীনতা কী, আর মানবিক হওয়া মানে কী। এরা কর্তৃত্ব অন্ধভাবে মানে না, আবার পুরোনো নৈতিকতার কাঠামোও সহজে গ্রহণ করে না। অরবিন্দ ঘোষ তাঁদের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত, কারণ তাঁরও বৌদ্ধিক যাত্রা শুরু হয়েছিল গভীর প্রশ্ন থেকে, আর শেষ হয়েছিল গভীর উপলব্ধিতে। এই প্রজন্ম যে যুগে জন্মেছে, সেখানে মনোযোগ ভঙ্গুর, চিন্তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক ভার্চুয়াল, আর সময় যেন ক্ষুদ্র টুকরোয় পরিণত। তথ্যবিস্ফোরণের যুগে তারা ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন এবং ছুটে চলার মধ্যেও এক ধরনের গভীর নিঃসঙ্গতার ভার বহন করে। অরবিন্দ বারবার বলেছেন যে মানুষের প্রকৃত শক্তি নিহিত তার ‘‘অন্তরসত্তা’’-য়। তিনি লিখেছিলেন,The first principle of true teaching is that nothing can be taught অর্থাৎ মানুষকে বাহির থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, ভেতরের আত্ম-আবিষ্কার দিয়েই সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই বাণী জেনারেশন জেনারেশন জি-র জন্য এক বিশেষ বার্তা- আজকের অত্যধিক তথ্য-নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি বা স্ক্রিন-জীবনের বিভ্রান্তির মধ্যে নিজস্ব চিন্তা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবই শেখানো যায় না; কিছু জিনিস নিজের জীবন, অভিজ্ঞতা ও অন্তর-বিবেচনা থেকে বুঝে নিতে হয়। বৌদ্ধিক অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনও আজকের তরুণদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যময়। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উজ্জ্বল মুখ ছিলেন। তাঁর লেখায় ছিল এমন দীপ্ত আত্মমর্যাদার আহ্বান যে ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আটকে থাকেনি। তিনি লেখেন, “Nationalisen is not a mere political programme– it is a religion that has come from God.’’ এই উক্তি দেখায় যে তাঁর চিন্তায় জাতীয়তাবাদ ছিল নৈতিক দায়িত্বের প্রতীক, সংকীর্ণতা নয়। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটিও বলেছেন, “All nations– even the greatest– mist progress towards a larger unity,’’ এই দুই বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত আছে আজকের জেনারেশন জি-র দ্বৈরথ স্থানীয় পরিচয়ের সঙ্গে বৈশ্বিক পরিচয়ের সমন্বয়। অরবিন্দ প্রযুক্তিকে অস্বীকার করেননি; তবে তিনি মানুষকে সবসময় সতর্ক করেছেন বাহিরের শক্তির দাস না হয়ে অন্তরের শক্তির মালিক হতে। তিনি বলেছেন, “It is in the inner silence that the world problems will be solved.’’ অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক প্রযুক্তি বা রাজনৈতিক কাঠামো দিয়ে সমস্যার সমাধান নয়; সমস্যার মূল সমাধান আসে মানুষের চেতনার জাগরণে। আজকের ডিজিটাল যুগে, মন শান্ত রাখার গুরুত্ব যে কতটা, তা তরুণেরা আগের চেয়ে অনেক বেশি উপলব্ধি করছে। তাই অরবিন্দের এই ‘imer silence’-এর দর্শন তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মবিকাশের জন্য বিশেষ প্রাসঙ্গিক। জেনারেশন জি-র আরেক পরিচয় তাদের তীব্র ন্যায়বোধ। জলবায়ু আন্দোলন, পরিবেশ সংরক্ষণ, লিঙ্গসমতা, LGBT অধিকার, প্রাণী কল্যাণ সব ক্ষেত্রেই তারা বেশি সচেতন, বেশি সোচ্চার। অরবিন্দ ঘোষ তাঁদের এই প্রশ্নমুখিতা ও ন্যায়-অন্বেষাকে নৈতিক সাহস হিসেবে দেখতেন। তাঁর ভাষায়, “Courage and love are the only indispensable virtues.’’ এই উক্তি তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে ভাবতে শেখায় যে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করা মানে কেবল সংঘর্ষ নয়, ভালোবাসার এক বৃহত্তর কর্ম। মানবতাকে উন্নীত করার সংগ্রামও এক ধরনের প্রেম মানবতার প্রতি স্নেহ, দয়া ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ। জেনারেশন জি এমন এক সময়ের সন্তান, যখন বিশ্বায়ন একদিকে মানুষকে কাছাকাছি এনেছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জটিল করে তুলেছে। নিজের পরিচয় ঠিক রেখে বহুত্বকে গ্রহণ করা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। লিখেছেন, “Spirituality is not a denial of life but a greater life.’’ এটি এমন এক বাক্য যা জেনারেশন জি-র কাছে নতুন আলো এনে দেয়- কারণ তাদের অনেকেই মনে করে আধ্যাত্মিকতা মানেই বাস্তবতা থেকে পালানো। অরবিন্দ বলেন, না, আধ্যাত্মিকতা মানে জীবনকে উচ্চতর, সমন্বিত ও মানবিক মাত্রায় গ্রহণ করা। এই ধারণা আধুনিক তরুণকে শেখায় যে দৈনন্দিন বাস্তবতা ও অন্তর্দর্শন একই যাত্রাপথের দুটি ধাপ। অরবিন্দ ঘোষ মানুষের বিবর্তন নিয়ে যে তত্ত্বের কথা বলেছেন, তা জেনারেশন জি-র কল্পনাশক্তিকে গভীরভাবে উজ্জীবিত করতে পারে। তিনি মনে করতেন, মানুষ একটি “transitional being এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, বরং আরও পরিণত হওয়া বাকি। তাঁর ভাষায়, “Man is a transitional being– he is not final.’’ প্রযুক্তি, AI, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান- এসব নিয়ে যে প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি চিন্তা করে, তারা এই ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তাঁদের কাছে মানব-চেতনার বিবর্তন মানে সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্ত ও সহমর্মিতার নতুন সীমায় পৌঁছোনো। অরবিন্দ তাঁদের এই অগ্রযাত্রায় এক ধরনের দার্শনিক জ্বালানি দিয়ে যান। আজকের তরুণদের সবচেয়ে বড় সমস্যা মানসিক স্বাস্থ্য। তারা উদ্বেগ, হতাশা, একাকিত্ব, তুলনার ফাঁদ, এবং ২৪ ঘণ্টা সংযোগের চাপের মধ্যে বাস করে। অরবিন্দের দর্শনে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য উপাদান রয়েছে। তিনি বলেছেন, “Peace is the foundation of all perfection.’’ তাঁর এই বাণী আজকের প্রজন্মের কাছে বিশেষ অর্থ বহন করে- যে পৃথিবীতে সাফল্য, গতি ও প্রতিযোগিতাই যেন চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেখানে অন্তরের শান্তি যে আসলে জীবনের ভিত্তি। তরুণ প্রজন্ম mindfulness G healing এর প্রতি যে ঝোঁক দেখাচ্ছে, তা অরবিন্দের দর্শনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। জেনারেশন জি সৃজনশীলতায় বিশ্বাসী। অরবিন্দ লিখেছেন, “A gos labour is ours— we have to work out the divine in the world.’’ এই পঙক্তি তরুণকে বলে যে তার জীবনের কাজ শুধুই চাকরি বা সফলতা নয়; তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীকে আরও সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক করে তোলার দায়িত্ব। জেনারেশন জি-র কাছে অরবিন্দ ঘোষ প্রাসঙ্গিক কারণ তাঁর দর্শন সময়োত্তীর্ণ। তিনি অতীতের নন, ভবিষ্যতের দার্শনিক। তাঁর চিন্তা তরুণদের শেখায় যে পরিবর্তন বাহিরে চাই, তা প্রথমে ভেতরে ঘটাতে হয়। যে শক্তি সমাজে খুঁজছি, তা আমাদের মধ্যেই রয়েছে যে সত্য আমরা পেতে চাই, তা সাহসী সাধনায় প্রকাশ পায়। অরবিন্দের কথায়, “The world is preparing for a new creation,’’ আর এই নতুন সৃষ্টি, এই ভবিষ্যতের নির্মাতা, নিঃসন্দেহে জেনারেশন জি। তাই আজকের লাগাতার পরিবর্তনের যুগে, বিভ্রম ও অনিশ্চয়তার মাঝেও, আরবিন্দ ঘোষের দর্শন তরুণদের মনে করিয়ে দেয় সবচেয়ে বড় বিপ্লব হল চেতনার বিপ্লব, আর সেই বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয় আজ থেকেই, এই মুহূর্ত থেকেই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হলেও মসজিদ নির্মাণ এগোয়নি কেন ?

মুজিজ ইমাম

ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৫শে নভেম্বর মন্দিরের নিশান উড়িয়ে কাজ শেষ হওয়ার বিষয়টি ঘোষণাও করেছিলেন। অন্যদিকে, নতুন মসজিদের নির্মাণকাজ কিন্তু এখনো শুরু হয়নি।

প্রসঙ্গত, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে অযোধ্যা বিতর্ক নিয়ে রায় দেওয়ার সময় এই বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে মসজিদের জন্যও অযোধ্যাতেই জায়গা দেওয়া হোক।

এরপর ২০২০ সালে সরকার অযোধ্যা থেকে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ধন্নীপুর গ্রামে পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করে। সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে ‘‘ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন’’ নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাও করা হয়। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে কোনো কাজই এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি।

মসজিদ নির্মাণ না হওয়ার নেপথ্যে একাধিক কারণও প্রকাশ্যে এসেছে। এই তালিকায় একদিকে যেমন অযোধ্যা থেকে মসজিদ তৈরির জন্য দেওয়া জমির দূরত্ব একটা কারণ বলে জানা গেছে, তেমনই ট্রাস্টের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং অর্থের অভাবের মতো বিষয়ও রয়েছে। ট্রাস্টের তৈরি নকশাও বাতিল করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘‘ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন’’ নামক ওই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জুফর আহমেদ ফারুকি বলেন, ‘ট্রাস্টের কাছে অর্থ নেই, তাই কাজ শুরু হচ্ছে না’।

পাশাপাশি কোভিডের কারণেও বিলম্ব হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তার কথায়,‘জমি বরাদ্দ করার পরপরই কোভিড শুরু হয়। সেই কারণে সব কিছুতেই দেরিতে হয়েছে’। ‘এরপর আমরা একটা নকশা চূড়ান্ত করি। কিন্তু সেই নকশা আমরা যখন প্রকাশ্যে আনি এবং ভারতজুড়ে বহু মানুষের সঙ্গে আলোচনা করি, তখন তা (নকশা) নিয়ে আপত্তি তোলা হয়’। বিবাদের সূত্রপাত অযোধ্যা মামলা নিয়ে ১৯৬১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড। তাদের তরফে দাবি করা হয় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাবরি মসজিদে নামাজ পড়া হতো। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর, হিন্দু পক্ষ সেখানে মূর্তি স্থাপন করে এবং তারপরই সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এই বিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ষোলোশো শতাব্দীর বাবরি মসজিদ। হিন্দু পক্ষের দাবি ছিল, একসময় সেখানে হিন্দু মন্দির ছিল, মন্দির ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছিল ওই মসজিদ।

এরপর ১৯৯২ সালের ছয়ই ডিসেম্বর জনতার একাংশ বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্তে সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের দাবি গ্রহণ করে এবং বিতর্কিত দুই দশমিক ৭৭ একর জমির এক-তৃতীয়াংশ তাদের দেওয়া হয়। বাকি অংশটুকু হিন্দু পক্ষের কাছে যায়।

যদিও আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সব পক্ষই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। ভারতের শীর্ষ আদালত ২০১৯ সালে তার রায়ে পুরো জমি ‘‘রামলালা বিরাজমান’’-এর (রামচন্দ্রের বাল্যরূপ) হাতে তুলে দেয়।

পাশাপাশি, সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য অযোধ্যাতেই পাঁচ একর জমি বিকল্প হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশে বলেছিল, ‘কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৯৩ সালে অধিগ্রহণ করা জমি থেকে পাঁচ একর সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া হোক বা রাজ্য সরকার অযোধ্যার কোনো বিশিষ্ট জায়গায় এর জন্য জমি বরাদ্দ করুক’।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে যে জমি বরাদ্দ করা হয় সেটা অযোধ্যা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে সোহাওয়াল তহসিলের অন্তর্গত ধন্নীপুর গ্রামে অবস্থিত। বরাদ্দ জমি নিয়ে বক্তব্য জমি বরাদ্দের প্রসঙ্গে রাইট টু ইনফর্মেশন (আরটিআই) অ্যাক্টিভিস্ট ওম প্রকাশ সিং বলেছেন,‘অযোধ্যা নগরের মধ্যেই জমি বরাদ্দ করার নির্দেশ (আদালতের) দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে জমি আসলে দেওয়া হয় সেটা ২৫ কিলোমিটার দূরে ধন্নীপুরে অবস্থিত। এই নিয়ে আমি আরটিআইও দায়ের করেছি’।

অযোধ্যার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এত দূরে অবস্থিত মসজিদে সাধারণ মানুষ নামাজ পড়তে যাবেন না।

অযোধ্যার অঞ্জুমান মুহাফিজ মসজিদ এবং মকাবির কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আজম কাদরি বলেছেন,‘অযোধ্যার মানুষ ২৫ কিলোমিটার দূরে নামাজ পড়তে যাবেন না। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে জমি পুরসভার আওতার মধ্যে বা তার কাছাকাছি কোথাও দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আদেশ উপেক্ষা করা হয়েছিল’।

তিনি আরও বলেন, ‘সরকার চাইলেই উন্নয়ন হয়। এর উদাহরণ হলো রাম মন্দির। সরকার চাইলে মসজিদও তৈরি হতে পারত’।

তবে এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জুফর আহমেদ ফারুকি। তার কথায়, ‘সেই সময় সবাই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। তাই যে জমি দেওয়া হয়েছে সে নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। ধন্নীপুরে মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে এবং মানুষ নামাজ পড়তেও যাবেন’।

স্থানীয় সাংবাদিক ইন্দু ভূষণ পান্ডের সঙ্গেও এই প্রসঙ্গে কথা বলেছিল বিবিসি। এই সাংবাদিক বলেছেন, ‘ধন্নীপুরের ওই এলাকায় ইতোমধ্যে এক ডজনেরও বেশি মসজিদ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের জমি অযোধ্যার মানুষকে দিয়েছিল, ধন্নীপুরের বাসিন্দাদের নয়’। বাবরি মসজিদ বিবাদের সাবেক মামলাকারী ইকবাল আনসারির মতামত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায় গোটা দেশ মেনে নিয়েছে, আমরাও মেনে নিয়েছি। আপনি যে দেশে বাস করেন, আপনাকে সেদেশের আইন মেনে চলতে হবে। আমাদের ধর্মও সে কথাই বলে’। তিনি বলেন, তর্ক করার কোনো অর্থ নেই কারণ ‘‘যেখানে জমি পাওয়া গেছে, সেখানেও মসজিদ রয়েছে’। মসজিদের নকশা বাতিল সালটা ২০২০। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর-অযোধ্যা-লক্ষ্মৌ মহাসড়কে রৌনাহি থানা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে মসজিদের জন্য পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করেছিল সরকার। মসজিদের কাছেই একটা প্রাচীন দরগা রয়েছে, যা ঐতিহাসিক বলে দাবি করা হয়। ট্রাস্ট মসজিদ এবং সংলগ্ন প্রাঙ্গণের জন্য একটা বিস্তারিত নকশা প্রস্তুত করেছিল। মসজিদ তৈরির কাজ কিন্তু তা সত্ত্বেও শুরু হয়নি এখনো।

অ্যাক্টিভিস্ট ওম প্রকাশ সিং এই প্রসঙ্গে তথ্য জানতে চেয়ে আরটিআই ফাইল করেছিলেন।

তার জবাবে অযোধ্যা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, ‘নকশা বাতিল করা হয়েছিল, কারণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দমকল বিভাগ, পিডব্লিউডি এবং বন বিভাগসহ ১৪-১৫টা বিভাগের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় এনওসি (নো অবজেকশন লেটার) জমা দেওয়া হয়নি’।

এই নিয়ে অবশ্য তরফে ‘‘ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন’’ নামক ওই ট্রাস্টের নিজস্ব যুক্তিও রয়েছে। ট্রাস্টের তরফে জুফর আহমেদ ফারুকি বলেন, ‘আমরা একটা নতুন নকশা এবং একটা নতুনভাবে মসজিদ তৈরি করতে যাচ্ছিলাম। তাই কোনো বিভাগের কাছ থেকে কোনো এনওসি চাওয়া হয়নি’। অযোধ্যা ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির ভাইস চেয়ারম্যান অনুরাগ জৈন এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ট্রাস্ট এখন মসজিদের জন্য নতুন গম্বুজের মতো নকশা তৈরি করেছে। ট্রাস্টের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই নতুন নকশা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অযোধ্যা ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির কাছে জমা দিয়ে দেওয়া হবে। জুফর ফারুকির কথায়, ‘মসজিদের নতুন নকশা প্রায় প্রস্তুত। এই মসজিদ ১৪০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত হবে এবং বাকি কমপ্লেক্সের উন্নয়ন পরে করা হবে’।

‘‘বোর্ড সদস্যরাও এখানে আসেন না’’ মসজিদ তৈরিতে এই বিলম্ব নিয়ে ধন্নীপুরের মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি রয়েছে। এই গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে নারাজ। ধন্নীপুর গ্রামে একটা মিষ্টির দোকান চালান মি. মাজিদ। তিনি বলেছেন, ‘শুরুর দিকে একটা আলোড়ন ছিল, কিন্তু এখন আর কেউ এই নিয়ে জানতেও চায় না। এখন আমরা শুনছি, সবকিছু বাতিল হয়ে গেছে। এমনকি বোর্ড সদস্যরাও কিন্তু এখানে আর আসেন না’। যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। সেই সময় তারা জানিয়েছিলেন, ধন্নীপুর গ্রামে ইতোমধ্যে দু’টো মসজিদ রয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যে নেহাল আহমেদ নামে এক বাসিন্দা বলেন, ‘শুধু সংবাদ মাধ্যমের লোকজন এখানে আসেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমরা হয়রান। এখানকার দরগায় শুধু বৃহস্পতিবারই জিয়ারতের জন্য আসেন’।

রাজনৈতিক বিতর্ক রাম মন্দির নির্মাণের পর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিলম্ব নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলো। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ, শুরু থেকেই সরকারের মনোভাব বৈষম্যমূলক ছিল। দলের মুখপাত্র মহম্মদ আজম বলেন,‘সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে মসজিদ অযোধ্যার একটা বিশিষ্ট জায়গায় তৈরি করা উচিত, কিন্তু সরকার তার জন্য ২০ কিলোমিটার দূরে জমি দিয়েছে। সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড গভর্নমেন্ট মেশিনারির মতো কাজ করছে, মসজিদ নির্মাণের কাজ ধীরগতিতে করছে’। এ প্রসঙ্গে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, এই পুরো বিষয়ের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি কুনোয়ার বাসিত আলি বলেন, ‘মন্দির নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল, কিন্তু মসজিদ নিয়ে উৎসাহ নেই। জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না এবং ওয়াকফ বোর্ড প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছে’। ট্রাস্টের সদস্যরা অর্থাভাবের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তাদের দাবি, মানুষ অনুদানের দেওয়া নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। হাসপাতাল এবং কমিউনিটি কিচেনের পরিকল্পনা ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক হয়েছিল ২০২৪ সালে। মুম্বাইতে আয়োজিত সেই বৈঠকে দেড়শোরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ওই বৈঠকে মসজিদের নকশা পরিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কারণ নকশা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল। জুফর ফারুকি বলেন,‘প্রথম নকশা নিয়ে মানুষ আপত্তি জানিয়েছিলেন যে সেটা দেখতে কমপ্লেক্সের মতো। তাই গম্বুজের আকারে নকশা তৈরি করা হয়। সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে পুরানো নকশাটা মসজিদের মতো ছিল না, তাই আমরা সেটা পরিবর্তন করেছি’। মসজিদের নাম রাখা হয়েছে ‘‘মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ’’, যা নবী মোহাম্মদের নাম। প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং পরে প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এডিএ-এর তরফে ওই নকশা অনুমোদিত হওয়ার পরে মসজিদের জন্য অনুদান সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে ট্রাস্ট। তাদের তরফে এটাও জানানো হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোনো আইনি বাধা বা চাপ নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিং'র প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

"বন্দে মাতরম্ দেশের দেশপ্রেম, ত্যাগ ও জাতীয় চেতনার প্রতীক" রাজ্যসভায় বললেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: জাতীয় গান বন্দে মাতরম্ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রেম, ত্যাগ ও জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ রাজ্যসভায় বন্দে মাতরম্-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনার সূচনা করতে গিয়ে তিনি এই বক্তব্য দেন।অমিত শাহ বলেন, এই অমর রচনা মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যবোধ ও ভক্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যেমন বন্দে মাতরম্ ছিল অপরিহার্য, তেমনই আজও এর প্রাসঙ্গিকতা অটুটএবং ২০৪৭ সালে দেশ যখন বিকসিত ভারত হতে চলেছে, তখনও এর গুরুত্ব সমান প্রাসঙ্গিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রতিটি সভার শুরুতে বন্দে মাতরম্ গাইতেন। আজও দেশের সীমানায় যখন সাহসী জওয়ানরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁদের মুখেও বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ ধ্বনিত হয়।তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম্-এর মাধ্যমে দেশের মাটি ও মাতৃভূমিকে পূজার পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নানা নিষেধাজ্ঞা, দমন-পীড়ন ও সংগ্রামের মধ্যেও গানটি দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।অমিত শাহ আরও বলেন, শতাব্দীব্যাপী ইসলামী আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রেক্ষাপটে এবং ব্রিটিশদের আরোপিত নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির মোকাবিলায় বন্দে মাতরম্ প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয় হস্তশিল্প পুরস্কার ২০২৩ ও ২০২৪ প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়া দিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : নয়া দিল্লিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জন্য জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার প্রদান করেন। এই সম্মাননা ভারতের বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ হস্তশিল্প ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "শিল্প মানুষের মধ্যে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন তৈরি করে। হস্তশিল্প শুধু সংস্কৃতির পরিচয় নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভরসাও।" তিনি জানান, দেশের হস্তশিল্প খাতে ৩২ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মরত, যার বেশিরভাগই গ্রামীণ অঞ্চল থেকে আসা।

রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন যে, এই শিল্পে ৬৮ শতাংশ কর্মীই নারী, ফলে এই খাতের উন্নয়ন নারীশক্তির বিকাশেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি ২০ জন শিল্পীকে পুরস্কৃত হতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কাপড় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং জানান, সম্প্রতি হস্তশিল্পে জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করায় শিল্প খাত লাভবান হচ্ছে। তার কথায়, এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় হস্তশিল্পকে "গ্রাম থেকে বৈশ্বিক বাজারে" পৌঁছে দিচ্ছে। সরকার ২০৩১-৩২ সালের মধ্যে এই খাতের রপ্তানি ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে।

২০২৩ সালের জন্য শিল্পগুরু পুরস্কার পান পশ্চিমবঙ্গের অজিত কুমার দাস ও আন্ধ্র প্রদেশের ডি. শিবাম্মা। একই বছরে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন ছত্তিশগড়ের হীরাবাই ঝারোকা বাঘেল, উত্তর প্রদেশের ইমতিয়াজ আহমেদ এবং রাজস্থানের রোশন ছিপা। ২০২৪ সালের শিল্পগুরু পুরস্কার লাভ করেন হরিয়ানার সুভাষ অরোরা ও উত্তর প্রদেশের মোহাম্মদ দিলশাদ। জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন তামিলনাড়ুর টি. ভাস্করন, পশ্চিমবঙ্গের রূপবান চিত্রকার এবং মধ্যপ্রদেশের বালদেব বাঘমারে। দুই বছরের জন্য মোট ১২ জন শিল্পী শিল্পগুরু পুরস্কারে এবং ৩৬ জন কারিগর জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন।

কোট্টায়ামে কেরালার প্রথম জেন-জেড পোস্ট অফিস ! ইন্ডিয়া পোস্টের অভিনব উদ্যোগ

কোট্টায়াম, ৯ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া পোস্ট কেরালায় প্রথমবারের মতো জেন-জেড থিমের পোস্ট অফিস এক্সটেনশন কাউন্টার চালু করেছে। সোমবার কোট্টায়ামের সিএমএস কলেজে স্থাপিত এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন কেরালা সেন্ট্রাল রিজিয়নের পোস্টাল সার্ভিসেস ডিরেক্টর এন.আর. গিরি। ''অফ দ্য স্টুডেন্টস, বাই দ্য স্টুডেন্টস, ফর দ্য স্টুডেন্টস''এই ভাবনার ভিত্তিতে কলেজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যৌথভাবে পরিকল্পিত নতুন এই পোস্ট অফিস তরুণদের ডাকসেবা ব্যবহারে উৎসাহিত করতে আধুনিক, রঙিন ও সৃজনশীল ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে রয়েছে প্রকৃতি-অনুপ্রাণিত ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ভার্টিকাল গার্ডেন, পিকনিক-স্টাইল আসন এবং পুনর্ব্যবহৃত টায়ারে তৈরি বসার জায়গা। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কাউন্টারে ওয়ার্ক-ফ্রেন্ডলি লেজসহ চার্জিং পয়েন্ট রাখা হয়েছে, যাতে ল্যাপটপ বা মোবাইল ব্যবহার করে কাজের পাশাপাশি ডাকসেবা নেওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে একটি রেক্রিয়েশন কর্নারযেখানে বইয়ের তাক, বোর্ড গেম ও রিডিং নুক শিক্ষার্থীদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে সম্পূর্ণ সজ্জিত এমপিসিএম বুকিং কাউন্টার, প্যাকেজিং উপকরণ এবং মাইস্ট্যাম্প প্রিন্টারও। শিক্ষার্থী ও কর্মীদের তৈরি শিল্পকর্ম পুরো ইন্টেরিয়রকে আলোকিত করেছে, যেখানে ইন্ডিয়া পোস্টের ঐতিহ্য, কেরালার সংস্কৃতি এবং "চিঠির ভূমি" কোট্টায়ামের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটি শুধু একটি সেবা কেন্দ্র নয়বরং তরুণদের জন্য কাজের জায়গা, বৈঠকের স্থান, সৃজনশীলতার কেন্দ্র ও কমিউনিটি স্পেস হিসেবে তৈরি একটি ভবিষ্যতধর্মী পোস্টাল মডেল।

পিএম-কিষান স্কিমে চার লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ; দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনেও রেকর্ড বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : পিএম-কিষান প্রকল্প শুরুর পর থেকে ২১ দফায় কেন্দ্র সরকার চার লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই তথ্য জানান।

মন্ত্রী জানান, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে পিএম-কিষান পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক হিসেবে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) পদ্ধতিতে এই অর্থ পাঠানো হয়। স্কিমের আওতায় কোনও শারীরিক বা আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারিত নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, কেন্দ্র আজ জানিয়েছে যে দেশে চলতি বছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩৫৭ মিলিয়ন টন ছাড়িয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৭.৬৫ শতাংশ বেশি।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে শিবরাজ সিং চৌহান জানান, কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং কেন্দ্রের নীতিগত সহায়তার ফলেই ২০২৪-২৫ সালে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় ৪২ শতাংশ বেড়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির বিষয়ে তিনি জানান, এ বছর মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।মন্ত্রী জানান, দুর্গত এলাকা দ্রুত সহায়তা পেতে পারেসেই উদ্দেশ্যে রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল (এসডিআরএফ)-এর আওতায় অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে এসডিআরএফের জন্য এক লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।তিনি আরও তুলে ধরেন, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এসডিআরএফ-এর মোট বাজেট ছিল মাত্র ৩৮ হাজার কোটি টাকা, যা বর্তমান সরকার বাড়িয়ে এক লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করেছে।

ইন্ডিগো বিপর্যয় দ্রুত স্বাভাবিকের পথে, কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে কেন্দ্র: বিমান মন্ত্রী নাইডু

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু জানিয়েছেন যে ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক পরিচালনাগত ব্যর্থতার ফলে সৃষ্টি হওয়া বিপর্যয় দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে। লোকসভায় তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সরকারের লক্ষ্য একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এবং এই ক্ষেত্রে কোনও ধরনের ব্যর্থতাকে বরদাস্ত করা হবে না। ইন্ডিগোর চলমান সংকট নিয়ে তিনি জানান, সংস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) কোম্পানিকে নোটিস পাঠিয়েছে এবং রিপোর্ট পাওয়ার পর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী নাইডু আরও জোর দিয়ে বলেন, যত বড় বিমান সংস্থা হোক না কেন, পরিকল্পনার ত্রুটি বা নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে যাত্রীরা যেন কোনওভাবেই দুর্ভোগে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সরকার সজাগ নজরদারি বজায় রাখবে।

তিনি জানান, যাত্রীদের সুবিধা ও সম্মান রক্ষায় সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে এবং বিমান চলাচল ক্ষেত্রকে আরও যাত্রীবান্ধব করতে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।মন্ত্রী বলেন, যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা যাবে না। অভ্যন্তরীণ রোস্টারিং---এর সমস্যাকে তিনি এই সংকটের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, যাত্রীদের ইতিমধ্যেই ৭৫০ কোটি টাকারও বেশি ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত কোনও চার্জ ছাড়াই পুনরায় বুকিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

তবে বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলি আলোচনার দাবি জানিয়ে পরে ওয়াকআউট করে।রাম মোহন নাইডু আরও বলেন, পাইলটদের ক্লান্তি কমাতে বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত পরিমার্জিত ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিট প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে এই সংস্কারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ডিজিসিএ সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইন্ডিগো এই সব মানদণ্ড মেনে চলার আশ্বাস দিলেও অভ্যন্তরীণ রোস্টারিং বিশৃঙ্খলার কারণে বিপুলসংখ্যক ফ্লাইট বাতিল হয়, যার ফলে হাজার হাজার যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন। তিনি জানান, কোম্পানিকে দ্রুত স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের কঠোর অবস্থান: আগামী মার্চের মধ্যেই দেশ থেকে শেষ হবে বামপন্থী উগ্রবাদ, দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : কেন্দ্র সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে বামপন্থী উগ্রবাদকে এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা হবে না এবং আগামী বছরের মার্চের মধ্যেই এই সমস্যাকে দেশের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে পরিপূরক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় এই তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বামপন্থী উগ্রবাদ কখনোই দেশের সংবিধান বা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তিনি উল্লেখ করেন, উগ্রবাদীরা হাজারো নিরপরাধ মানুষের প্রাণ নিয়েছে এবং অগণিত শিশুকে অনাথ করেছে। ১৯৬৭ সালে এই সমস্যার সূচনা হলেও সেসময় থেকে বিভিন্ন সরকারের অবহেলার কারণে এটি কখনোই সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। পূর্বতন সরকারগুলোর সময় এই সমস্যাকে শুধুমাত্র 'রাজ্য-স্তরের' ইস্যু হিসেবে দেখা হয়েছিল, ফলে কঠোর কেন্দ্রীয় নীতি গঠন করা হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকারের নীতির অংশ হিসেবে রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর একাধিক ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয় পরিকল্পনার আওতায় ৩ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা এবং বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তার অধীনে আরও ৩ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি জানান, উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ মোট ৭০৬টি থানার স্থাপনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০ হাজার ৮১৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ১৭ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক নির্মাণ চলছে, যার ৮৫ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে ১০ হাজারের বেশি মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

নিত্যানন্দ রায় আরও জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে যেখানে ১৬ হাজারের বেশি বামপন্থী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে গত দশ বছরে তা কমে প্রায় ৭ হাজারে নেমে এসেছে। এ সময়ে সাধারণ নাগরিকের প্রাণহানিও ৭০ শতাংশ কমেছে বলে তিনি তথ্য উপস্থাপন করেন।

অবৈধ ডিজিটাল লোন অ্যাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা: কেন্দ্র ও আরবিআইয়ের নতুন উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : অবৈধ ডিজিটাল লোন অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের ওপর বাড়তে থাকা প্রতারণা ও শোষণ রোধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সরকার ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মঙ্গলবার লোকসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও আরবিআই-এর মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় রাখা হচ্ছে যাতে অননুমোদিত ডিজিটাল লোন অ্যাপগুলোর কার্যক্রম দ্রুত শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আরবিআই ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লেন্ডিং অ্যাপ ডাইরেক্টরি চালু করেছে। এই তালিকায় শুধুমাত্র অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রক সংস্থার আওতায় থাকা অ্যাপগুলোকেই রাখা হয়েছে। ফলে সাধারণ গ্রাহকরা সহজেই বুঝতে পারবেন কোন অ্যাপটি বৈধ এবং কোনটি নয়।

সীতারামণ জানান, অবৈধ লোন অ্যাপ চিহ্নিত হলে তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ৬৯এ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অ্যাপটি ব্লক করার নির্দেশ দিতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

২০২৫ সালের ৮ মে আরবিআই ডিজিটাল লেন্ডিং ডিরেকশনস, ২০২৫ জারি করে। এতে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া, গ্রাহকের ডেটা সুরক্ষা, অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ একাধিক বাধ্যতামূলক নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো মানতে হবে সকল রেগুলেটেড এন্টিটি, লেন্ডিং সার্ভিস প্রোভাইডার এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল লোন অ্যাপ-কে।

সরকার বড় ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম ও মেসেজিং সার্ভিসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে এসব অ্যাপের কার্যকলাপ নজরদারিতে রেখেছে। এ ছাড়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার অবৈধ লোন অ্যাপ বিশ্লেষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

নাগরিকদের সাইবার অভিযোগ জানানোর জন্য চালু রয়েছে ন্যাশনাল সাইবারক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল এবং হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০।জনগণ যেন অবৈধভাবে আমানত সংগ্রহ বা অনুমোদনহীন ঋণ দেওয়ার অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য সচেত পোর্টাল এবং রাজ্যস্তরের সমন্বয় কমিটি কাজ করছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

লোকসভায় সঞ্জয় জয়সওয়ালের তীব্র কটাক্ষ, সিনেমা-ডায়লগে আক্রমণের লক্ষ্য রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময় মঙ্গলবার এক অভিনব ভঙ্গিতে কংগ্রেস নেতা ও বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করলেন বিহার বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল। রাহুল গান্ধী উপস্থিত না থাকলেও, তাঁর "ভোট চুরি'' অভিযোগকে ঘিরে জয়সওয়াল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেনএই ইস্যুই নাকি বিহারে এনডিএ-কে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে।

জয়সওয়ালের অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর এসআইআর-ইস্যু ও "ভোট চুরি'' মন্তব্য বিহারের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। তিনি বলেন, "২০ বছরের শাসন নিয়ে অনেক কথা বলা যেত, কিন্তু উনি শুধু 'এসআইআর, এসআইআর, ভোট চুরি বলেই গেলেন। মানুষ ভাবলকার ভোট চুরি হল!"

রাহুলের বিদেশ সফর নিয়েও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। বলেন, "অমিত শাহ কখনও দেশের বাইরে যান না, প্রধানমন্ত্রীও বছর-কে-সাল ছুটি নেন না। অথচ রাহুল বিহারে ২০ দিনের প্রচার শেষে নির্বাচনের আগে বিদেশ ভ্রমণে চলে গেলেন।"

আলোচনায় বলিউডের স্পর্শও আনলেন জয়সওয়াল। জনপ্রিয় ছবি 'শোলে'-এর জেলারের চরিত্রে আসরানির সংলাপ টেনে তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে মন্তব্য করেন"যারা আমাদের সংশোধন করতে এসেছিলেন, তারাই সংশোধিত হয়ে গেছেন কিন্তু এরা একই রয়ে গেল!" এই মন্তব্যে সংসদে হাসির রোল পড়ে যায়।

রাহুলের ভোট চুরি নিয়ে মন্তব্যের পাল্টা দিতে গিয়ে জয়সওয়াল ইতিহাস টেনে এনে দাবি করেন১৯৪৭ সালে সর্দার প্যাটেলের চেয়ে কম জনপ্রিয় জওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী করাই ছিল দেশের 'প্রথম ও বৃহত্তম ভোট চুরি'।

তিনি আরও স্মরণ করান১৯৭৫-৭৭ জরুরি অবস্থা, ৯০-এর দশকে পেপার ব্যালটে বুথ-ক্যাপচার, এগুলোও ভোট চুরির দৃষ্টান্ত।

কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি ইভিএমের সম্ভাব্য 'কারচুপি'র অভিযোগ তুলে পেপার ব্যালটে ফেরার দাবি জানালেও জয়সওয়াল বলেনএসআইআর শুধু ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া, যা সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকরের ভাবনার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।

জয়সওয়াল আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গেও বিরোধীরা যেন এসআইআর ইস্যু জোরালোভাবে তোলে। তিনি দাবি করেন ''বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা আগে ভোটার তালিকায় ঢোকানো হয়েছিল; এগুলোও পরিষ্কার করতে হবে।'' সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের ব্যর্থতাগুলিও সামনে আনার কথা বলেন।

বিজেপি এই শীতকালীন অধিবেশনেও পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। একই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম' বিতর্ককে কেন্দ্র করে কেন্দ্র---বিরোধী সংঘাতে উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজ্যসভা থেকে লোকসভাযেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রতিক্রিয়ায় অমিত শাহ ও মল্লিকার্জুন খাড়গের মধ্যে তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয়।

আলোচনার শেষে সঞ্জয় জয়সওয়াল আবারও উচ্চারণ করেন''বিহার তো আমাদের, এবার বাংলার পালা।'' লোকসভায় সোমবার প্রধানমন্ত্রী ঢোকার সময় এনডিএ সাংসদরাও একই স্লোগান দেন।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কমলালেবুর বীজ পেটে চলে গেলেই বিপদ

শীতকালে মিষ্টি কমলালেবু খাওয়ার মজাই আলাদা। ভিটামিন সি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি অপরিহার্য। কিন্তু অনেক সময় তাড়াহুড়োয় বা অসাবধানতায় দু'একটি বীজ পেটে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে কমলালেবুর বীজ গিলে ফেলা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর? চলুন, জেনে নেওয়া যাক, কমলালেবুর বীজ গিলে ফেললে ঠিক কী হয় এবং এই বিষয়ে জনশ্রুতিগুলো কতটা সত্য।

অনেকে বলেন, কমলালেবুর বীজ গিলে ফেললে পেটে চারা গাছ হয়। এটা কি সত্যি? এর আসল উত্তর, একেবারেই নয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কমলালেবুর বীজ থেকে চারা গাছ গজানোর জন্য যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ দরকার, আমাদের পাকস্থলীর অভ্যন্তরে তা মোটেও নেই। আমাদের পাকস্থলীতে থাকা শক্তিশালী অ্যাসিড এবং পাচক এনজাইমগুলো বীজকে দ্রুত ভেঙে ফেলে। তাই দু'একটা কমলালেবুর বীজ পেটে চলে গেলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার পেটে কোনও চারা গাছ গজাবে না।

তবে বেশি কমলালেবুর বীজ খেয়ে ফেললে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন --- কখনও গলায় আটকে যাওয়া। খুব ছোট শিশু বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে বীজটি খাদ্যনালীতে সাময়িকভাবে আটকে যেতে পারে, যদিও এটি খুব বিরল। এ ছাড়া পরিমাণে খুব বেশি বীজ (যেমন একমুঠো) গিলে ফেললে সাময়িক পেটের অস্বস্তি, গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যা হতে পারে, কারণ বীজ হজম করা কঠিন।

কমলালেবুর বীজের উপকারিতাও রয়েছে। পরিপাকতন্ত্রের অ্যাসিড এবং এনজাইমগুলো বীজটিকে আংশিকভাবে হজম করতে শুরু করে। কমলালেবুর বীজ আসলে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার দিয়ে তৈরি। এই ফাইবার হজম হয় না, বরং এটি হজম প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। আর হজম না হওয়া অংশ, অর্থাৎ বীজের খোসা এবং মূল উপাদানটি, শরীরের অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যের (মল) সাথে স্বাভাবিকভাবেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ:- স্বাভাবিকভাবে ফল খাওয়ার সময় অসাবধানে দু'একটি বীজ পেটে গেলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পরিপাকতন্ত্র নিজেই এর ব্যবস্থা করে নেয়। শুধু মনে রাখবেন, কোনও অবস্থাতেই যেন শিশুরা প্রচুর পরিমাণে বীজ গিলে না ফেলে।

ফলের মধ্যে ফরমালিনের প্রলেপ কীভাবে দূর করবেন

আপেল, কমলালেবু থেকে শুরু করে নানা ফলেই অসাধু ব্যবসায়ীরা ফরমালিন ব্যবহার করেন। বাজার থেকে ফল কিনে এনে তা ফরমালিন মুক্ত করা বেশ কঠিন নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই উপায়। দুটো জিনিস ব্যবহার করলেই হবে কাজ।

শীতকাল মানেই বাজার ছেয়ে যায় কমলালেবুতে। এই সময় পুষ্টিবিদরা কমবেশি সকলকেই বলেন, মরসুমি ফল খেতে। কমলালেবু এমন একটি ফল , যা সকলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তবে বাজারে সবসময় টাটকা-তাজা দেখতে লাগে যে ফল, তা আসলে সবসময় টাটকা-তাজা হয় না। শুধু তাই নয়, সেগুলি খেলে সঠিক পরিমাণে পুষ্টি শরীরে প্রবেশ করে না। উল্টে নানা ক্ষতির সম্ভবনাও থাকে। আসলে বাজারে পাওয়া যায় এমন নানা ফলে ফরমালিনের প্রলেপ ঠাসা থাকে। যা ফলকে তাজা দেখাতে সাহায্য করে। কিন্তু তা শরীরে গেলে বেশ ক্ষতি হয়। আপেল, কমলালেবু থেকে শুরু করে নানা ফলেই অসাধু ব্যবসায়ীরা ফরমালিন ব্যবহার করেন। বাজার থেকে ফল কিনে এনে তা ফরমালিন মুক্ত করা বেশ কঠিন নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই উপায়।

নানা গবেষণায় দেখা গিয়েছে বাড়ির হেঁশেলে থাকা কিছু উপাদান ব্যবহার করলেই ফলে থাকা ফরমালিন দূর করা যায়। যেমন — ভিনিগার ও জল দিয়ে একটি মিশ্রণ বানাতে পারেন। তারপর সেই মিশ্রণে ১৫ মিনিট ফল ডুবিয়ে রাখলেই ফরমালিন দূর হয়। যদি হাতের কাছে ভিনিগার না থাকে, সেক্ষেত্রে লবণ জলেও ফল ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে পারেন। তাতে ফল থেকে অনেকখানি ফরমালিন দূর হয়।

ফলে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক ফরমালিন মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফরমালিন মেশানো ফল দীর্ঘদিন ধরে খেলে প্রাথমিকভাবে বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং ত্বকে জ্বালা বা চর্মরোগের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে এর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব হল ধীরে ধীরে এটি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দেয়। বিশেষত, যকৃত এবং কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা লিভার সিরোসিস বা কিডনি নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি ফরমালিন চোখের রেটিনা কোষ ধ্বংস করতে পারে এবং এটি দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোজারের ফলে ক্যান্সার (যেমন পাকস্থলী, ফুসফুস, শ্বাসনালীর ক্যান্সার বা ব্লাড ক্যান্সার) সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে।

শীতে চাই সংবেদনশীল ত্বকের বাড়তি যত্ন

সংবেদনশীল ত্বক বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালে আরও বেশি শুষ্ক, রুক্ষ এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ঠান্ডা বাতাস, কম আর্দ্রতা এবং ঘরের ভেতরের হিটিং সিস্টেমের তাপ ত্বককে ডিহাইড্রেটেড করে তোলে এবং লালচে ভাব, চুলকানি ভাব বাড়িয়ে দিতে পারে। সংবেদনশীল ত্বক বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালে আরও বেশি শুষ্ক, রুক্ষ এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ঠান্ডা বাতাস, কম আর্দ্রতা এবং ঘরের ভেতরের হিটিং সিস্টেমের তাপ ত্বককে ডিহাইড্রেটেড করে তোলে এবং লালচে ভাব, চুলকানি ভাব বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এই সময়ে ত্বকের সুরক্ষার জন্য আপনার রুটিনে কিছু জরুরি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সঠিক পণ্য নির্বাচন এবং কিছু সহজ টিপস মেনে চললে শীতকালেও আপনার ত্বক থাকবে শান্ত, নমনীয় এবং একেবারে উজ্জ্বল।

শীতকালে সেনসেটিভ স্কিনের যত্ন নিতে জরুরি টিপস- ১. মৃদু এবং অ্যালকোহল-মুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার--- শীতকালে ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক করে এমন ফেনা-যুক্ত বা তীব্র ক্লিনজার এড়িয়ে চলুন। একটি হাইড্রেটিং, ক্রিম-বেসড, বা লোশন-টাইপ ক্লিনজার ব্যবহার করুন যা ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট না করে ময়লা পরিষ্কার করবে। ২. গরম জলের ব্যবহার সীমিত করুন--- স্নানের সময় বা মুখ ধোওয়ার সময় খুব গরম জল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। গরম জল ত্বকের আর্দ্রতা দ্রুত শুষে নেয় এবং লালচে ভাব বাড়িয়ে দেয়। বরং ঈষদুষ্ণ বা হালকা গরম জল ব্যবহার করুন।

৩. ময়েশ্চারাইজার ঘন করুন--- আপনার গ্রীষ্মকালীন লোশনকে বিদায় জানান। সংবেদনশীল ত্বকের জন্য এমন একটি ঘন, ক্রিম-বেসড ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন যাতে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, সিরামাইডস এবং শিয়া বাটার এর মতো উপাদান রয়েছে। স্নানের পর ত্বক সামান্য ভিজে থাকা অবস্থাতেই ময়েশ্চারাইজার লাগান। ৪. ত্বক এক্সফোলিয়েট করা এড়িয়ে চলুন বা কমান--- শীতকালে ফিজিক্যাল স্ক্রাব বা তীব্র অ্যাসিড-যুক্ত এক্সফোলিয়েটর ব্যবহার করলে ত্বকের প্রতিরক্ষা স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদি করতেই হয়, তবে মাসে একবার খুব হালকা এক্সফোলিয়েটর ব্যবহার করুন।

৫. এসপিএফ ব্যবহার করা বন্ধ করবেন না--- মেঘলা দিনেও ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে এবং সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিতে পারে। শীতকালেও প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে এসপিএফ ৩০-যুক্ত একটি মিনারেল সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

৬. হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন ঘরের ভেতরের হিটিং সিস্টেম বাতাসকে শুষ্ক করে তোলে। রাতে শোওয়ার সময় বা দিনের বেলায় ঘরে একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। এটি বাতাসে আর্দ্রতা বজায় রেখে ত্বককে ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করবে। ৭. সিরাম ব্যবহার করে অতিরিক্ত পুষ্টি দিন--- ময়েশ্চারাইজারের আগে একটি ভাল হাইড্রেটিং সিরাম ব্যবহার করুন। ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিনামাইড) বা ভিটামিন ই-যুক্ত সিরাম ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং প্রতিরক্ষা স্তরকে মজবুত করতে সাহায্য করে। ৮. লিপ বাম এবং হ্যান্ড ক্রিম আবশ্যক--- ঠোঁট এবং হাত প্রায়শই রুক্ষ হয়ে ফেটে যায়। প্যারাবেন-মুক্ত, পেট্রোলিয়াম জেলি বা প্রাকৃতিক তেলের তৈরি এসপিএফ-যুক্ত লিপ বাম এবং একটি ঘন হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করুন।

৯. খাদ্যাভ্যাস এবং জল--- ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। এছাড়া ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (যেমন মাছ, বাদাম, অ্যাভোকাডো) খাদ্যতালিকায় রাখুন যা ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

শীতে ত্বককে শিশিরের মতো সতেজ রাখুন বডি অয়েল ব্যবহারের করে

শীতকাল মানেই শুষ্ক, প্রাণহীন ত্বক। ঠান্ডা বাতাস এবং ঘরের হিটিং সিস্টেম আমাদের ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা দ্রুত শুষে নেয়। এই সময় আমরা সাধারণত ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি, কিন্তু ত্বকের আর্দতা ধরে রাখার জন্য বডি অয়েলের চেয়ে ভাল আর কিছু নেই। শীতকাল মানেই শুষ্ক, প্রাণহীন ত্বক। ঠান্ডা বাতাস এবং ঘরের হিটিং সিস্টেম আমাদের ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দতা দ্রুত শুষে নেয়। এই সময় আমরা সাধারণত ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি, কিন্তু ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য বডি অয়েলের চেয়ে ভাল আর কিছু নেই। এটি কেবল ত্বকের গভীরে পুষ্টি দেয় না, বরং ত্বকের ওপর একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে। কেন শীতকালে বডি অয়েল সেরা? শীতকালে বডি অয়েল ব্যবহার করা খুবই ভাল। এটি ত্বককে নরম এবং সতেজ রাখতে দারুণ কার্যকর। নিচে এর কিছু প্রধান কারণ দেওয়া হল।

১. আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা: ময়েশ্চারাইজিং লোশন ত্বকে আর্দ্রতা যোগ করে, কিন্তু বডি অয়েল সেই আর্দ্রতাকে ত্বকের ভেতরে আটকে রাখে। এটি জলের কণাগুলিকে বাষ্পীভূত হতে দেয় না। ২. দীর্ঘস্থায়ী কোমলতা: তেলের উপাদানগুলি লোশনের চেয়ে বেশি ঘন ও ভারী হয়, যা শীতের রুক্ষতা থেকে ত্বককে দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষা করে। একবার ব্যবহার করলে বারবার লোশন লাগানোর প্রয়োজন কমে যায়। ৩. প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা: বডি অয়েল ত্বকে একটি স্বাস্থ্যকর ও মসৃণ ভাব এনে দেয়, যা শুষ্ক শীতে খুবই প্রয়োজনীয়। ৪. সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী: অনেক বডি অয়েলে কম উপাদান থাকে এবং এগুলিতে অ্যালকোহল বা কৃত্রিম সুগন্ধি থাকে না, যা সংবেদনশীল ত্বকের জন্য আদর্শ। বডি অয়েল মাখার সঠিক উপায় কী? বডি অয়েল যদি ভুল উপায়ে মাখা হয়, তবে ত্বক চিটচিটে লাগতে পারে বা তেলের পুরোপুরি সুবিধা পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বেশি লাভ পেতে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে।

প্রথম ধাপ: ত্বক সামান্য ভেজা রাখুন--- স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে শরীর পুরোপুরি শুকনো করবেন না। যখন ত্বক সামান্য ভেজা বা ড্যাম্প থাকবে, তখনই তেল মাখার সঠিক সময়। ত্বকের ভেজাভাব তেলকে জলের সঙ্গে মিশে ত্বকের গভীরে ঢুকতে সাহায্য করে এবং দ্রুত শুষে নেয়। দ্বিতীয় ধাপ: মালিশ করার সঠিক প্রক্রিয়া— হাতে অল্প পরিমাণ তেল নিয়ে দুই হাত ঘষে উষ্ণ করুন। এটি তেলের শোষণের গতি বাড়ায়। এবার আলতো হাতে Circular Motion-এ সারা শরীরে তেল মালিশ করুন। শরীরের যে অংশগুলি বেশি শুষ্ক (যেমন কনুই ও হাঁটু), সেখানে একটু বেশি তেল দিন। তেল মাখার পরে কয়েক মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে ত্বক তেলটি পুরোপুরি শুষে নিতে পারে।

বিশেষ টিপস:- স্নানের সময় ব্যবহার: যদি আপনার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, তবে আপনি স্নানের শেষে জল ঢালার আগে অল্প তেল সারা শরীরে মেখে নিতে পারেন। এটি একটি হালকা আর্দতার স্তর তৈরি করবে।

রাতের যত্ন: রাতে শুতে যাওয়ার আগে বডি অয়েল মাখতে পারেন। সারারাত তেল আপনার ত্বকে কাজ করবে এবং সকালে আপনি নরম ত্বক পাবেন।

সঠিক উপায়ে বডি অয়েল ব্যবহার করলে শীতকালে আপনার ত্বক থাকবে প্রাণবন্ত ও ঝলমলে।

চা তৈরির পর চা পাতার ব্যবহার

এক্ষেত্রে অনেকেই চা তৈরির পর চা পাতা ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি, চা তৈরির পর এই ফেলে দেওয়া চা পাতাই লাগতে পারে নানা কাজে। রোজকার ছোটখাটো অনেক সমস্যাই দূর হতে পারে এই ব্যবহার হওয়া চা পাতায়। কীভাবে ব্যবহার করবেন? জেনে নিন চটজলদি টিপস।

প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই দুবেলা অন্তত চা হয় নিয়ম করে। কেউ দুধ চা পান করেন, কেউ দুধ ছাড়া। এক্ষেত্রে অনেকেই চা তৈরির পর চা পাতা ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি, চা তৈরির পর এই ফেলে দেওয়া চা পাতাই লাগতে পারে নানা কাজে। রোজকার ছোটখাটো অনেক সমস্যাই দূর হতে পারে এই ব্যবহার হওয়া চা পাতায়। কীভাবে ব্যবহার করবেন? জেনে নিন চটজলদি টিপস।

বেশিরভাগ মানুষই চা তৈরির পর চায়ের পাতা ডাস্টবিনে ফেলে দেন। অনেকে আবার সেই পাতা কাজে লাগান গাছের সার হিসেবে। তবে সেই চায়ের পাতায় চিনি থাকলে, গাছের একদম দফারফা। তবে চায়ের পাতা অন্যান্য ব্যবহার জানলে চমকে উঠবেন। তাই চায়ের পাতা ফেলে দেওয়ার আগে পড়ে ফেলুন।

চায়ের পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আন্টি অক্সিডেন্ট। শরীরে আঘাত লাগলে বা জখম হলে সেখানে অনায়াসে চা পাতা সিদ্ধ লাগিয়ে দিন। দেখবেন আরাম পাবেন। ঝটপট ক্ষতস্থান শুকিয়েও যাবে।

দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটে কম্পিউটারে? ব্যবহার করা চাপাতা ভালো করে ঠান্ডা করে একটা পরিষ্কার কাপড়ে ভরে চোখে হালকা শেক দিন। দেখবেন, চোখ রিলাক্স হবে।

বাড়ির আসবাবপাত্রের যত্নে দারুণ কাজ করে ব্যবহার হওয়া চাপাতা। একবার ব্যবহার হওয়া চাপাতা দিয়ে তৈরি লিকার দিয়ে আসবাবপত্র পরিষ্কার করুন। দেখবেন ঝকঝকে থাকবে।

৫ মিনিটে মেজাজ শান্ত করার ৩ অব্যর্থ প্রাণায়াম

শারীরিক কার্য্যকলাপ এবং সঠিক শ্বাসের মাধ্যমে মেজাজ শান্ত রেখে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে এমন প্রমাণিত কিছু যোগা ও ব্যায়ামের ধরন নিয়ে এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হল।

দৈনন্দিন জীবনের চাপ, স্ট্রেস এবং উদ্বেগের ফলে মেজাজের ওঠানামা হতেই থাকে। শারীরিক কার্য্যকলাপ এবং সঠিক শ্বাসের মাধ্যমে মেজাজ শান্ত রেখে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে এমন প্রমাণিত কিছু যোগা ও ব্যায়ামের ধরন নিচে আলোচনা করা হল।

১. প্রাণায়াম বা শ্বাসের কৌশল — মেজাজ শান্ত করার সবচেয়ে দ্রুত এবং কার্য্যকর উপায় শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ। এই কৌশলগুলি সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করে।

ভ্রমরী প্রাণায়াম গুনগুন শব্দের মাধ্যমে শ্বাস ছাড়ার এই প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কের স্নায়ুকে দ্রুত শান্ত করে। এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে এবং মনকে ফোকাসড রাখতে সাহায্য করে।

অনুলোম-বিলোম এক নাক বন্ধ করে অন্য নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার এই কৌশলটি মস্তিষ্কের হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য আনে, স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং উদ্বেগের মাত্রা হ্রাস করে।

ডিপ ডায়াফ্রাম্যাটিক ব্রিদিং: পেট ফুলিয়ে গভীর শ্বাস গ্রহণ ও ততোধিক দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ার এই অভ্যাসটি প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে, যা শরীরকে 'রিল্যাক্স মোডে' নিয়ে আসে।

২. রিস্টোরেটিভ যোগা ও মাইন্ডফুলনেস ---এই যোগাসনগুলি ধীরগতির এবং শিথিল করার উপর জোর দেয়। কোনও কঠিন ভঙ্গির বদলে আরামদায়ক ভঙ্গিতে দীর্ঘক্ষণ থাকা হয়।

শিশুর ভঙ্গি --- কপাল মাটিতে রেখে হাঁটু মুড়ে বসার এই ভঙ্গিটি উদ্বেগ ও ক্লান্তি দূর করে। এটি মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে মনকে শান্ত করে।

বিপরীত করণী — দেওয়ালে পা ৯০ ডিগ্রি কোণে তুলে রাখার এই ভঙ্গিটি শরীরকে গ্র্যাভিটির বিপরীত দিকে নিয়ে যায়। এটি স্নায়ুতন্ত্রকে গভীরভাবে শিথিল করে, স্ট্রেস কমায় এবং মানসিক অস্থিরতা দূর করতে খুব কার্যকর। সবাসনা এই ভঙ্গিতে চিত হয়ে শুয়ে শরীর ও মনকে সম্পূর্ণ শিথিল করতে হয়। মাত্র ১০-১৫ মিনিটের সবাসনা গভীর মেডিটেশনের কাজ করতে পারে।

৩. হালকা অ্যারোবিক--- যেসব ব্যায়াম হৃদস্পন্দন সামান্য বাড়ায় কিন্তু মনকে রিল্যাক্স করে, সেগুলোও মেজাজ শান্ত রাখতে সহায়ক। নিয়মিত হাঁটা: প্রকৃতির মাঝে বা পার্কে প্রতিদিন ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটা শরীরে এন্ডরফিন হরমোন নিঃসরণ করে। এন্ডরফিন প্রাকৃতিক মুড বুস্টার হিসেবে পরিচিত।

তাই চি চীনের এই ঐতিহ্যবাহী ব্যায়ামটি ধীর, প্রবাহিত এবং নিয়ন্ত্রিত নড়াচড়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি। তাই চি শরীর এবং মনের সংযোগ সাধন করে, স্ট্রেস কমায় এবং মানসিক স্থিরতা বাড়ায়।

মন খুলে হাসা --- যদিও এটি সরাসরি যোগা নয়, কিন্তু প্রাণ খুলে হাসা বা হাসির যোগা স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল-এর মাত্রা কমাতে এবং অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রা বাড়াতে দারুন কার্য্যকর।

মেজাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিয়মিত ব্যায়াম করা। প্রতিদিন অল্প সময় ধরে এই ব্যায়ামগুলো করার অভ্যাস করুন। এবং ব্যায়াম করার সময় অন্য কিছু চিন্তা না করে কেবল আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শরীরের অনুভূতির ওপর মন দিন।

ভারতীয় চাল ‘ডাম্পিং’-এর অভিযোগ, আরও শুল্ক আরোপের হুমকি দিলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ ডিসেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিলেন। এবার তাঁর নিশানায় ভারতীয় চাল। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভারত আমেরিকায় চাল ‘ডাম্পিং’ করছে এবং তিনি এ পরিস্থিতি “দ্রুত সামলে নেবেন” বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, বাড়তি শুল্ক আরোপই ‘সহজ সমাধান’। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছেযা বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় অন্যতম সর্বোচ্চ হার।

ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন হোয়াইট হাউজে কৃষি খাতের প্রতিনিধি ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত এক রাউন্ডটেবিল বৈঠকে, যেখানে কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে তিনি ভারতীয় বাণিজ্যনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং জানতে চান ভারত চাল রপ্তানিতে কোনো ছাড় পাচ্ছে কি না। উত্তরে জানানো হয়, ভারত এখনও কোনো বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে না এবং বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে।

ট্রাম্প বলেন, “তাদের ডাম্পিং করা উচিত নয়। এটা আমি শুনেছি, অনেকেই বলেছে। তারা এটা করতে পারে না।” আলোচনায় উঠে আসে ভারতকে নিয়ে চলমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মামলাও।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, ট্রাম্পের নতুন শুল্ক হুমকি মূলত মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি-কেন্দ্রিক, বাণিজ্যিক যুক্তি নয়। ২০২৫ অর্থবছর—এ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের চাল রপ্তানি ছিল মাত্র ৩৯২ মিলিয়ন ডলারযা ভারতের মোট চাল রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ। এর মধ্যে ৮৬ শতাংশই প্রিমিয়াম বাসমতি। ভারতীয় চাল ইতিমধ্যেই মার্কিন বাজারে প্রায় ৫৩ শতাংশ শুল্কের মুখে পড়ছে। জিটিআরআই জানায়, নতুন শুল্ক ভারতীয় রপ্তানিকারকদের তেমন ক্ষতি করবে না, কারণ ভারতের বাজার বহুমুখী। বরং এতে আমেরিকান গ্রাহকদেরই চালের দাম আরও বাড়বে। একই বৈঠকে ট্রাম্প কানাডা ও অন্যান্য দেশের কৃষিপণ্যের ওপরও উচ্চ শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দেন।

সংস্থাটির পরামর্শভারতের উচিত এই মন্তব্যকে নির্বাচনী মৌসুমের রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখা, এবং এমন হুমকির জবাবে কোনো রেয়াত না দেওয়া।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের পর ভারতীয় রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন একটি পরিস্কার ব্যাখ্যা দেয়। সংস্থার সহ-সভাপতি দেব গর্গ বলেন, “ভারতের চাল রপ্তানি শিল্প শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক। মার্কিন বাজার গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতের রপ্তানি বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত।”

আইআরইএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪—২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বাসমতি রপ্তানি ছিল ৩৩৭.১০ মিলিয়ন ডলার (২,৭৪, ২১৩.১৪ মেট্রিক টন), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের জন্য চতুর্থ বৃহত্তম বাসমতি বাজারে পরিণত করেছে। আর নন-বাসমতি রপ্তানি হয়েছে ৫৪.৬৪ মিলিয়ন ডলার (৬১,৩৪১.৫৪ মেট্রিক টন)।

আইআরইএফ জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চালের মূল ক্রেতা উপসাগরীয় ও দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী জনগোষ্ঠী। ভারতীয় খাবারের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে বাসমতির চাহিদাও বাড়ছে। মার্কিন বাজারে দেশীয় চাল ভারতীয় বাসমতির বিকল্প নয়কারণ এর ঘ্রাণ, গঠন, স্বাদ ও দীর্ঘায়ন গুণ সম্পূর্ণ আলাদা।

সাম্প্রতিক শুল্ক সংশোধনের আগে ভারতীয় চালের ওপর আমদানি শুল্ক ছিল ১০ শতাংশ, যা এখন বেড়ে হয়েছে ৫০ শতাংশ। তবু রপ্তানি চালু রয়েছে, কারণ আমেরিকান বাজারে ভারতীয় বাসমতির চাহিদা অপরিবর্তিত।

আইআরইএফ জানায়, বাড়তি শুল্কের বোঝার সিংহভাগই বহন করছেন মার্কিন ক্রেতারা, কারণ খুচরা দামের বৃদ্ধি তাদের পক্ষেই চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতীয় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের আয় মোটের ওপর স্থিতিশীল রয়েছে।

ইন্ডিগোর মহাবিপর্যয়: এক দিনে প্রায় ৫০০ ফ্লাইট বাতিল; শীতকালীন সূচি কাটছাঁট করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : দেশের বৃহত্তম বেসরকারি বিমানসংস্থা ইন্ডিগোর ব্যাপক অপারেশনাল বিঘ্নের জেরে মঙ্গলবারও প্রায় ৫০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, যেখানে দিল্লি (১৫২) ও বেঙ্গালুরু (১২১) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। চেন্নাই, হায়দরাবাদ, মুম্বই, লখনউ ও আহমেদাবাদেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় উড়ানমন্ত্রী কে রাম মোহন নাইডু ঘোষণা করেছেন যে ইন্ডিগোর শীতকালীন ফ্লাইট সূচি কাটছাঁট করা হবে এবং সেই স্লট অন্য এয়ারলাইনগুলিকে বরাদ্দ দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ইন্ডিগো জানিয়েছে যে তারা অপারেশনাল স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে এবং ডিসেম্বর ১৫ পর্যন্ত বাতিল হওয়া বুকিংয়ের জন্য মোট ৮২৭ কোটি টাকা রিফান্ড দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১ থেকে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫,৮৬,৭০৫টি পিএনআর বাতিল ও রিফান্ড করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৫৬৯.৬৫ কোটি টাকা।সংকটের প্রয়োজনে উড়ান মন্ত্রণালয় আজ রাজীব ভবনে উচ্চস্তরের পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছে, যেখানে ইন্ডিগোর যাত্রী বোঝাই হার, কাস্টমার কেয়ার, রিফান্ড প্রক্রিয়া এবং পূর্ণ সক্ষমতায় অপারেশন পুনরুদ্ধারের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে। একইসঙ্গে ভাড়া নিয়ন্ত্রণনীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং অন্যান্য এয়ারলাইনের উদ্বেগও বিবেচনা করা হবে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিমানবন্দরে ১০ জন কর্মকর্তাকে মোতায়েন করেছে, যারা আগামী ২—৩ দিন সরাসরি তদারকি করবেন।

এদিকে, ডিজিসিএ’র উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সসহ শীর্ষ কর্তাদের বুধবার হাজিরা দিতে বলেছে। সংস্থাটি শো-কজ নোটিশের জবাবে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে যে একাধিক কারণের মিলিত প্রভাবে এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তারা রুট—কজ বিশ্লেষণের জন্য আরও সময় চেয়েছে। ইন্ডিগোর দাবি, ডিসেম্বরের প্রথম সাত দিনে ৯,৫০০টির বেশি হোটেল রুম ও প্রায় ১০,০০০ ক্যাব—বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ৪,৫০০টির বেশি হারানো লাগেজও যাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ইন্ডিগো বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে এক জনস্বার্থ মামলা বুধবার দিল্লি হাই কোর্টে শুনানিতে উঠবে। মামলাযে দাবি করা হয়েছে, বিমানবন্দরে আটকে থাকা যাত্রীদের অবিলম্বে মৌলিক সুবিধা দেওয়া, ঘটনায় স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত, রিপোর্ট প্রকাশ এবং ভাড়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হবে, তা এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে সংস্থার পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং কেন্দ্রের তদারকির ওপর।

চীনে ভারতীয় যাত্রীকে আটক— নয়াদিল্লির কড়া প্রতিক্রিয়া; ট্রানজিট যাত্রায় সতর্ক থাকার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : চীনের বিমানবন্দরে ভারতীয় নাগরিককে আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট নিশ্চয়তা দাবি করেছে। বিশেষ করে, চীনের বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করা ভারতীয় যাত্রীদের যেন ‘বৈষম্যমূলকভাবে টার্গেট, আটক বা হয়রানি” করা না হয় সেই নিশ্চয়তা দেওয়া জরুরি বলে জানিয়েছে দিল্লি।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধির জয়সওয়াল সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আন্তর্জাতিক বিমানভ্রমণের বিধি মেনে ভারতীয় নাগরিকদের ন্যায্য আচরণ করা চীনের দায়িত্ব। তিনি ভারতীয়দের উদ্দেশে চীনে ভ্রমণ বা ট্রানজিট করার সময় “সতর্কতা ও বিবেচনা” অবলম্বনের পরামর্শও দেন।জয়সওয়াল বলেন, “আমরা আশা করি চীনা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যে চীনের বিমানবন্দরে ট্রানজিট করা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলবিধি চীন যথাযথভাবে মানবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

ঘটনাটি ঘিরে উত্তেজনা শুরু হয় ২১ নভেম্বর, যখন যুক্তরাজ্য-নিবাসী ভারতীয় পাসপোর্টধারী প্রেমা ওয়াংলম থোংদক, যিনি মূলত অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা, তাকে শাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ১৮ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। অভিযোগ, চীনা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তার ভারতীয় পাসপোর্ট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশকে “চীনের অংশ” বলে দাবি করেন।লন্ডন থেকে জাপানে যাওয়ার পথে আটক হওয়ার এই অভিজ্ঞতা তিনি পরে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। ঘটনার পরদিনই ভারত সরকার বেইজিং ও নয়াদিল্লিতে চীনের কাছে জোরালো প্রতিবাদপত্র পাঠায়।জয়সওয়াল পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং বৈধ পাসপোর্টধারী একজন ভারতীয়কে আটক করা সম্পূর্ণ “ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক”, যা আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে।ভারত-চীন সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনায় সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে বলেই ভারত জানিয়েছে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশনে জোর এমএসএমই খাতে একাধিক প্রকল্প চালু করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর :মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস খাতে প্রযুক্তি উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কেন্দ্র সরকার আরও গতি আনছে। প্রতিযোগিতা বাড়ানো, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির হাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে এমএসএমই মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এমএসই-ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, টেকনোলজি সেন্টার, গিফট (গ্রীন ইনভেস্টমেন্ট ফাইন্যান্সিং ফর ট্রান্সফরমেশন) স্কিম এবং এবং এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন স্কিম—সহ একাধিক কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো আধুনিকীকরণ, গুণগত মান বৃদ্ধি, সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ডিজিটাল দক্ষতা শক্তিশালী করা। ডিজিটালাইজেশন বাড়াতে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল, এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টাল, জিইএম (সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস), ট্রেডস (ট্রেড রিসিভেবল ডিসকাউন্টিং সিস্টেম), এমএসএমই মার্ট, এমএসএমই সম্বন্ধ এবং অনলাইন বিরোধ সমাধান (ওডিআর) প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার দ্রুত বাড়ানো হচ্ছে। এসব ডিজিটাল টুল অনলাইন ক্রয়, ই-মার্কেট অ্যাক্সেস, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন, রিসিভেবল ফাইন্যান্সিং এবং গ্রিভ্যান্স সমাধানকে সহজ করে তুলছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বিস্তৃত করতে কেন্দ্র ২০টি নতুন টেকনোলজি সেন্টার এবং ১০০টি এক্সটেনশন সেন্টার স্থাপন করছে। অনুমোদিত এসব কেন্দ্রের মধ্যে বিহারের গয়া এবং ঝাড়খণ্ডের বকরোদুটি ‘অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট’-এর অন্তর্গত।এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে মন্ত্রণালয় তার বিভিন্ন ফিল্ড অফিস, টেকনোলজি সেন্টার এবং টেস্টিং সেন্টারে মোট ৬৫টি এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার স্থাপন করেছে, যা রপ্তানিমুখী এমএসএমই---গুলিকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।

লোকসভায় লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় এমএসএমই প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী শোভা করন্দলাজে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/18/2025-26 Dated: -06/12/2025

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/ Technical Bid	Class of Tender
1	EE-IED/UDP/56/2025-26	11,63,290.00	23,266.00	60 Days	Upto 15.00 Hrs on 16/12/2025	At 15.30 Hrs on 16/12/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/57/2025-26	1,68,973.00	3,379.00	20 Days			
3	EE-IED/UDP/58/2025-26	24,25,058.00	48,501.00	180 Days			
4	EE-IED/UDP/59/2025-26	2,60,869.00	3,353.00	30 Days			
5	EE-IED/UDP/60/2025-26	1,67,655.00	5,217.00	20 Days			

Note : The bid forms and other details including online activities should be done in the procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Internal Electrification Division
Udaipur, Gomati, Tripura
Mobile:9436169660
Landline:03821-222285

ICA/C-3370/25

Subject: -Short Notice Inviting e-Tender (SNIT)

Bids are hereby invited by the undersigned on behalf of Tripura Govt. Press from the Bonafide Registered, Manufacturers or Registered Authorised dealers / Supplier/Stockist /Agents/Govt. Registered Co. Op. Societies for Supply of Different Printing Papers. Bid Submission last date is 15/12/2025 up to 4.30 P.M. Copy of Tender may be collected from the office premises during office hours.

(Ratan Biswas,
Director.
G.A. (Printing & Stationery) Department.

ICA/C-3364/25

PNIe-T No- 23/EE/KCP/2025-26, Dated, the, 04.12.2025

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 12.12.2025 for 21 (One) No. work against

1. DNIe-T No.- 212/EE/KCP/2025-26.
2. DNIe-T No 213/EE/KCP/2025-26.
3. DNIe-T No 214/EE/KCP/2025-26
4. DNIe-T No 215/EE/KCP/2025-26
5. DNIe-T No 216/EE/KCP/2025-26
6. DNIe-T No 217/EE/KCP/2025-26
7. DNIe-T No 218/EE/KCP/2025-26
8. DNIe-T No 219/EE/KCP/2025-26
9. DNIe-T No 220/EE/KCP/2025-26
10. DNIe-T No 221/EE/KCP/2025-26
11. DNIe-T No 222/EE/KCP/2025-26
12.DNIe-T No 223/EE/KCP/2025-26
13.DNIe-T No 224/EE/KCP/2025-26
14. DNIe-T No 225/EE/KCP/2025-26
15. DNIe-T No 226/EE/KCP/2025-26
16. DNIe-T No 227/EE/KCP/2025-26
17. DNIe-T No 228/EE/KCP/2025-26
18. DNIe-T No 229/EE/KCP/2025-26
19. DNIe-T No 230/EE/KCP/2025-26
20. DNIe-T No 231/EE/KCP/2025-26
21. DNIe-T No 232/EE/KCP/2025-26

Dated, 04.12.2025 and circulated vide Memo No F. 8(11)/EE/KCP/2025-26/9033- 9100, dated 04.12.2025. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contact at Mobile No-9436468935 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA/C-3376/25

NIT NO: e-PNIT-27/EE/RDD/STC/2025-2026
Dated:-Approve Date

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 A.M. of 15/12/2025 for 04 (four) construction and renovation works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

ICA/C-3354/25

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 16/12/2025. GOVERNMENT OF TRIPURA

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of Pucca Boundary Wall around the Kamalpur I.S. Office during the Year 2025-26 PNIeT No: 157/EE/ENGG. CELL/ DSE/2025-26 DNIeT No: 90/EE/ ENGG. CELL/DSE/2025-26	14,13,026.00	28,261.00	30 Days	16/12/2025 Upto 15.00 Hrs	17/12/2025 Upto 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Construction Of peripheral fencing with hard drawn wire and spectator gallery with ground leveling side development with other allied work in the premises of MBB College, Agartala during the year 2025-26. (2nd call). PNIET No: 158/EE/ ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 65/EE/ENGG. CELL/ DSE/2025-26	49,88,794.00	99,776.00	120 Days	16/12/2025 Upto 15.00 Hrs	17/12/2025 Upto 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2025-26/22 90-92 Dated, Agartala the 08/12/2025.

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

ICA/C-3361/25

মধ্যপ্রদেশে বড়সড় অভিযানে মন্ত্রী প্রতিমা বাগরীর ভাই গ্রেফতার, ৪৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার

সতনা, ৯ ডিসেম্বর : মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে মধ্যপ্রদেশের সতনা জনপদে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা বাগরীর ভাই অনিল বাগরীকে। তার সঙ্গে আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৬ কেজি গাঁজা, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯.২২ লাখ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, পঙ্কজের সতনা জেলার মারৌনহা গ্রামের বাড়িতে চালের বস্তার নিচে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ছিল মোট ৪৮ প্যাকেট গাঁজা। পঙ্কজ সিংহকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়, এই মাদক সরবরাহ করেছিলেন অনিল বাগরী এবং পলাতক অভিযুক্ত শৈলেন্দ্র সিংহ রাজাওয়াত। মাদক পরিবহণে ব্যবহৃত গাড়িটিও শৈলেন্দ্রের বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

এর আগে মাত্র কয়েকদিন আগেই উত্তরপ্রদেশের বাঁদায় মন্ত্রী প্রতিমা বাগরীর ভাশুর শৈলেন্দ্র সিংহ ১০.৫ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার হন। তিনি ইতোমধ্যেই আরেকটি এনডিপিএস মামলায় জেলবন্দি এবং সতনা জেলায় প্রায় ৫.৫ কোটি টাকার কফ সিরাপ পাচার চক্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

একদিকে ভাই, অন্যদিকে ভাশুরদুই আত্মীয়ের পরপর মাদকযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

খাজুরাহোতে এক পর্যালোচনা সভায় সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা বাগরী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন“তোমরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলছো কেন?” এই মন্তব্যের ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে পড়ে।

বিরোধী কংগ্রেস এই ভিডিও ছড়িয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে লিখেছে“দেখুন মন্ত্রী সাহেবার রাগ! আত্মীয়রা প্রকাশ্যে মাদক পাচারে ধরা পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলুন, রাজ্যকে আর কত গভীরে নামাবেন?”

এদিকে সতনা পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকালে পাঙ্কজ সিংহের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার পাশাপাশি এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতার দুই অভিযুক্তকে ১২ দিনের বিচারাধীন হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

Paryatan O Milan Mela 2025

Venue : Chandrapur, Dimatali GP, Rajnagar RD Block, South Tripura. Time : 4.30 PM

Invitation

Madam/Sir,

It is my immense pleasure to inform you that Rajnagar RD Block, South Tripura will organise the "Paryatan O Milan Mela 2025" at Chandrapur, Dimatali GP, Rajnagar R.D. Block, South Tripura w.e.f.10-12-2025 to 12-12-2025.

1st Day

Inaugurator & Chief Guest :
Smt. Shantana Chakma
Hon'ble Minister, Industries & Commerce,Jail (Home)Welfare of OBCs

Special Guests:
Shri Dipak Datta, Hon'ble Sabhadhipati, South Tripura Zila Parishad, Belonia.
Smt Swapna Majumder, Hon'ble MLA, 34 - Rajnagar (SC) Assembly Constituency.
Shri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, 39 - Manu (ST) Assembly Constituency.
Shri Pramod Reang, Hon'ble MLA, 36 - Santirbazar (ST) Assembly Constituency.
Shri Tapan Debnath, Hon'ble Saha Sabhadhipati, South Tripura Zila Parishad.
Smt Shilpi Das, Hon'ble Pradhan, Dimatali GP, Rajnagar RD Block, South Tripura.
Shri Chandan Debnath, Hon'ble General Secretary, Indian Red Cross Society,Tripura.
Shri Dipayan Chowdhury, Hon'ble Social Worker , South Tripura.
Shri Joydeb Sarkar, Hon'ble Social Worker, Rajnagar, South Tripura.

Guests of Honour
MD. Sajjad P., IAS, District Mgistrate & Collector, South Tripura.
Shri Mourya Krishna C, IPS, Superintendent of Police, South Tripura.
Shri Gourav Ravindra Wagh, IFS, District Forest Officer, South Tripura.
Shri Pramod Acharjee,ICA, Asst. Director, South Tripura

President
Shri Biswajit Nath, Hon'ble Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti, South Tripura.

2nd Day

Chief Guest :
Shri Sukla Charan Noatia
Hon'ble Minister, Cooperation, Tribal Welfare (TRP & PTG), Welfare of Minorites

Special Guests:
Smt Swapna Majumder, Hon'ble MLA, 34 - Rajnagar (SC) Assembly Constituency.
Shri Tapan Debnath, Hon'ble Saha Sabhadhipati, South Tripura Zila Parishad.
Shri Biswajit Debnath, Hon'ble Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti.
Smt Mithu Datta Sarkar , Hon'ble Vice Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti.
Shri Joydeb Sarkar, Hon'ble Social Worker, Rajnagar, South Tripura.
Shri Ranjit Sarkar, Hon'ble Social Worker, Rajnagar, South Tripura.

Guests of Honour
Shri Bimal Das, TFS,Wild Life Warden,Trishna, South Tripura.
Shri Debasis Das, TCS Grd-1, Sub Divisional Magistrate, Belonia, South Tripura.

President
Smt Shilpi Das, Hon'ble Pradhan, Dimatali GP, Rajnagar RD Block, South Tripura.

3rd Day

Closing Ceremony

Chief Guest :
Shri Dipak Datta
Hon'ble Sabhadhipati, South Tripura Zila Parishad, Belonia.

Special Guests:
Smt Swapna Majumder, Hon'ble MLA, 34 - Rajnagar (SC) Assembly Constituency.
Shri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, 39 - Manu (ST) Assembly Constituency.
Shri Sankar Roy, Ex MLA, Tripura Legislative Assembly
Shri Tapan Debnath, Hon'ble Saha Sabhadhipati, South Tripura Zila Parishad.
Shri Nikhil Gope, Hon'ble Chairman, Beloia Municipal Council.
Smt. Putul Paul Biswas, Hon'ble Chairman,B.C Nagar Block.
Shri Sambhu Nath Kar, Hon'ble Chairman,Hrishyamukh R.D. Block.
Smt Mithu Datta Sarkar , Hon'ble Vice Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti.
Smt Mithu Datta Sarkar , Hon'ble Vice Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti.
Smt Shilpi Das, Hon'ble Pradhan, Dimatali GP, Rajnagar RD Block, South Tripura.
Shri Ranjit Sarkar, Hon'ble Social Worker, Rajnagar, South Tripura.
Shri Joydeb Sarkar, Hon'ble Social Worker, Rajnagar, South Tripura.
Shri Shyamal Nag, Hon'ble Social Worker , Rajnagar.
Shri Sajal Debnath, Hon'ble Social Worker , Rajnagar.

Guests of Honour
Shri Ratan Rabi Das, O.C. P.R.Bari, Rajnagar, South Tripura.
Shri Sukanta Sarkar, Asst. Wildlife Warden, Rajnagar.

President
Shri Biswajit Nath, Hon'ble Chairman, Rajnagar Panchayat Samiti, South Tripura.

Shri Vidhyasagar Tripura
BDO, Rajnagar

ICA/D-1497/25

সিকিমে বিশেষ সুপার-কার র‍্যালি, ‘ভারত রণভূমি দর্শন’ উদ্যোগে নতুন দিগন্ত

গ্যাংটক, ৯ ডিসেম্বর : সিকিমে শুরু হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন সুপার-কার র‍্যালি! প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘ভারত রণভূমি দর্শন’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এই বিশেষ র‍্যালি, যেখানে অংশ নেবে ১৭টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সুপার-কার।র‍্যালিটি সুড়ঙ্গপথ, খাড়া বাঁক ও পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তাসহ সিকিমের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কয়েকটি রুট অতিক্রম করবে, যার উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্র ও সীমান্ত পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা।

র‍্যালির পতাকা উত্তোলন করা হবে পশ্চিমবঙ্গের সুকনা থেকে। এরপর এটি সিলিগুড়ি—গ্যাংটক—চো লা—নাথু লা—জুলুক সার্কিট অতিক্রম করে ১৫ ডিসেম্বর শেষ হবে।এই ব্যতিক্রমী আয়োজনে সহযোগিতা করছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর এবং সিকিম সরকার। পাশাপাশি, ড্রাইভিংপ্রেমীদের কাছে সিকিমকে অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরাও এই উদ্যোগের একটি প্রধান লক্ষ্য।র‍্যালি চলাকালীন এনএইচ-১০ মহাসড়কে ভারী যান চলাচলের ওপর বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ৩০টি বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর বসতিস্থলে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ২৫টি সড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লী, ৯ ডিসেম্বর: গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী-জনমন-এর সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরার জন্য ৬৫.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৫টি সড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এতে আনুমানিক বিনিয়োগ হবে ৬৮.৬৭ কোটি টাকা।

এই যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলো হল:, রাজ্যের ৩০টি পিভিটিজি বসতিস্থলে সর্ব-আবহাওয়ার জন্য সড়ক যোগাযোগ প্রদান, রাজ্যে বসবাসকারী বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, প্রত্যন্ত গ্রাম এবং শহরের কেন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান কমানো।এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং বাজারের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি উন্নত করা। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করা এবং সরকারের সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্ব এবং উন্নত ভারতের (বিকশিত ভারত) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

প্রধানমন্ত্রী-জনমন প্রকল্পের আওতাধীন প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলে এক রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করবে।

তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুরু হলো ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম এনএসএস -এর ৭ দিনের বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর: তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ থেকে শুরু হলো ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম এনএসএস -এর ৭ দিনের বিশেষ শিবির। ৯ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই ক্যাম্প চলবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিক্ষার্থীদের সমাজসেবার প্রতি উৎসাহিত করা, নেতৃত্বগুণ বিকাশ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের উদ্দেশ্যে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় শুরু হয়েছে এনএসএসের সপ্তাহব্যাপী শিবির।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌরপরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, পৌরপরিষদের সহকারী পৌরপিতা মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, বিশিষ্ট সমাজসেবক অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, এলাকার কাউন্সিলর অপর্ণা শীল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজীব বিশ্বাস, এবং এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার সুকান্ত দেবনাথ। অতিথিদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কল্যাণী রায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এনএসএস শুধুমাত্র একটি কার্যক্রম নয়এটি জাতিনির্মাণের এক শক্তিশালী মাধ্যম। যুবসমাজের দায়িত্ববোধ, মানবিকতা, সমাজসেবামূলক কাজ এবং দেশের প্রতি কর্তব্যবোধকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেই এনএসএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আগামী দিনের ভারত গড়বে আজকের তরুণ প্রজন্ম, আর তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর সচেতন, সক্রিয় ও সমাজমুখী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি তেলিয়ামুড়া এলাকার শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও শৃঙ্খলার প্রশংসা করেন এবং ক্যাম্পের সফলতা কামনা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২৮ ডিসেম্বর থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সরস মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সরস মেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে। ধর্মনগরের ডিএনভি ময়দানে চারদিন ব্যাপী জেলাভিত্তিক সরস মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ জেলাশাসক কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী প্রমুখ। সভায় জেলাভিত্তিক সরস মেলাকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেলার চারদিনই মেলা প্রাঙ্গণে জেলার স্বসহায়ক দলের তৈরী বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর স্টল। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পোষাক, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, জুমে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য ইত্যাদিও থাকবে স্বসহায়ক দলের স্টলগুলিতে। জেলার আটটি ব্লক থেকেই স্বসহায়ক দলগুলি মেলায় অংশগ্রহণ করবে। চারদিনই থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের ও বহিরাজ্যের ও স্বনামধন্য শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মুভমেন্ট ফর ককবরকের উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর তিড়িং উৎসব, সাংবাদিক সম্মেলনে জানাল সংগঠনের নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: মুভমেন্ট ফর ককবরকের উদ্যোগে আগামী ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তিড়িং উৎসব। নতুন বছরকে স্বাগত জানানো এবং পুরনো বছরকে বিদায় জানানোর এই বিশেষ উৎসবের মাধ্যমে ১৪৩৪ সালের বিদায় এবং ১৪৩৫ সালের আগমনী অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি রুহি চন্দ্র দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক বিনয় দেববর্মা এবং সহ-সম্পাদক বিজেস দেববর্মা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তিড়িং উৎসব কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং ককবরক ভাষা ও আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ একটি মঞ্চ। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নৃত্য, গান ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

নেতৃত্বরা আশা প্রকাশ করেন, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ এই উৎসবে যোগ দেবেন এবং ককবরক সংস্কৃতির মহিমা আরও সমৃদ্ধ হবে।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ২১তম রাজ্য সম্মেলন আগরতলায় ১৩—১৪ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: আগামী ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ২১তম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে সংগঠন। মঙ্গলবার সংগঠনের কার্য্য কার্য্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সম্মেলন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, ১৩ ডিসেম্বর সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্র ভবনের সামনে একটি প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশ থেকেই দ্বি-দিবসীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত, সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সম্পাদিকা কৃষ্ণা রক্ষিত, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশে তাঁরা জানান, এই সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্যনারীদের অধিকার সুরক্ষার দাবিকে আরও জোরদার করা, রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয়, নারী নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে আন্দোলনের রূপরেখা গঠন করা।

সংগঠন নেত্রীরা অভিযোগ করেন, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সমাজে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার দাবি আরও তীব্র করা হবে এই সম্মেলনে।

সম্মেলন উপলক্ষে আগরতলায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল: ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল: rainbowprintingworks@gmail.com

চড়িলামে বিজেপি সভায় ভাঙচুর, ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে বিপিন দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: সোমবার চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সুতারমুড়া বাজারে বিজেপির নির্ধারিত সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। সভা শুরুর ঠিক আগে বিজেপির সভামঞ্চে একদল দুষ্কৃতিকারী ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার পরই মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। পরিদর্শন শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, সোমবার সুতারমুড়া বাজারে বিজেপির বাজারসভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সভা শুরুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে কিছু তিপ্রা মথা কর্মী সভায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং চেয়ার—টেবিল সহ সভাস্থলে ভাঙচুর চালায়। পাশাপাশি কিছু বিজেপি কর্মীর বাড়িতেও হামলার অভিযোগ রয়েছে।

বিপিন দেববর্মা আরও বলেন, ঘটনায় ইতিমধ্যে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যারা এই ভাঙচুর ও হামলার সাথে যুক্ত, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁর ভাষায়, “আইনের উপরে কেউ নয়। তিপ্রা মথা বুঝতে পারছে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই তারা এ ধরনের হামলা করছে। কিন্তু তিপ্রা মথার গুন্ডাগিরি আর বেশিদিন চলবে না।” ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের প্রয়াণ দিবস পালিত

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর : আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের মহাপ্রয়ান দিবস পালন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শচীন্দ্র লাল সিংহ। আজ রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে তাঁর ২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। উপস্থিত সকলে শচীন্দ্র লাল সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আশীষ কুমার সাহা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সকলের প্রায় শচীন দা ওরফে শচীন্দ্র লাল সিংহের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জনগণের জন্য আজীবন স্বার্থহীনভাবে কাজ করে গেছেন। তাই তিনি আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

বিবেকানন্দ ময়দানে প্রমো ফেস্টের প্রস্তুতি চূড়ান্ত, পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্মকর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: আগামী ১২ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত প্রমো ফেস্ট। এই অনুষ্ঠানেই অনুষ্ঠিত হবে জনপ্রিয় গায়ক জুবিন নটিয়ালের কনসার্ট। অনুষ্ঠানকে ঘিরে শহরজুড়ে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, আর সেই প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতেই আজ বিবেকানন্দ ময়দান পরিদর্শন করেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিন ময়দানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের প্রতিনিধিরা, ট্যুরিজম দপ্তরের আধিকারিক এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পরিদর্শন শেষে সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানান, অনুষ্ঠানে আগত ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সেক্টরে একাধিক গেট স্থাপন করা হবে। দর্শকদের সুবিধার্থে বিশেষ প্রবেশ ও প্রস্থান পথ নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, অনুষ্ঠানের দিন গোটা এলাকা জুড়ে থাকবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ, ট্রাফিক কর্মী, সিভিল ডিফেন্সসহ একাধিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

আমতলীতে জাতীয় সড়কে

● প্রথম পাতার পর

চৌমুহনী বাজার এলাকায় গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এসময় গাড়ির চালক পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃত পাচারকারীর নাম আকাশ বর্মন, বাড়ি মধুপুর থানার অন্তর্গত কোনাবন এলাকায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক টিম এবং সদর মহকুমা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। বিক্রমনগর তহশিলদার অলক চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন। এরপর পুলিশ মোট ৯৪ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে।

বর্তমানে আমতলী থানায় ধৃত আকাশ বর্মনকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাঁজা পাচারের পেছনে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

হয়এটা স্বাধীনতার পর থেকেই প্রচলিত আইন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এ আইন বানাননি। রাহুল গান্ধীর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও শেখা উচিত।

এদিকে, লোকসভায় আজ নির্বাচন সংস্কারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার সূচনা করেন কংগ্রেস সাংসদ মনিষ তিওয়ারি। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন রাজ্যে কার্যকর হওয়া ভোটার তালিকার এস.আই.আর. এর কারণ নির্বাচন কমিশনকে সংসদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

মনিষ তিওয়ারির অভিযোগ, এসআইআর চালু করার জন্য কমিশনের কোনও সংবিধানিক বা আইনি ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, এ ধরনের পুনঃ পর্যালোচনার বিধান সংবিধানে নেই; এটি কেবল কমিশনকে প্রদান করা একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা। তিনি আরও প্রস্তাব দেন, দেশে হয় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভিভিপ্যাটের পূর্ণ গণনা করা হোক, অথবা আবার ব্যালট পেপার ব্যবহারে ফিরে যাওয়া উচিত। এছাড়া নির্বাচন কমিশনারদের নির্বাচনী কমিটিতে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এবং ভারতের প্রধান বিচারপতিকে যুক্ত করার প্রস্তাবও দেন তিনি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক বিহার নির্বাচনে বিরোধীদের বড় পরাজয়ের পরে জনমানসের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরাতে এসআইআর ইস্যু উত্থাপন করা হচ্ছে। তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা এবং ১৯৮৭ সালের কাশ্মীর নির্বাচন পর্যন্ত “ভোট চুরির” অভিযোগে কংগ্রেসের দিকে আঙুল তোলেন।

সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, নির্বাচন কমিশন সত্যিকারের নিরপেক্ষ হলে তবেই প্রকৃত নির্বাচন সংস্কার সম্ভব। তিনি জার্মানি ও আমেরিকার উদাহরণ টেনে দাবি করেন, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এসব দেশেও যখন কাগজে ভোট হয়, তখন ভারত ইভিএমের ওপর এত নির্ভরশীল কেন?

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, এসআইআর-এর অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে দেশে বেশ কয়েকজন ব্লক-স্তরের কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন।

জেডিইউ নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন ললন সিং বলেন, এসআইআর একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং ভারত বিশ্বকে দেখিয়েছে কীভাবে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালিত হয়। তিনি বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন জিতলে ইভিএম ঠিক, হারলেই তা “ত্রুটিপূর্ণ” বলে দাবি করা হয়।

শিবসেনা (ইউবিটি)-র সাংসদ অনিল দেশাই বলেন, দলবদল আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না এবং ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার প্রয়োগ করা উচিত। এ সময় এনসিপি—শরদ পওয়ার নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে নির্বাচনী সহিংসতা ও দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরেন।আরজেডি সাংসদ অভয় কুমার সিন্‌হা বিহার নির্বাচনের পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং ভিভিপ্যাট স্লিপের স্বাধীন অডিট করার দাবি জানান।

মন্ত্রী টিংকুর বিরুদ্ধে জাল ও ভুয়ো সার্টিফিকেট দাখিলের অভিযোগ নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

এফিডেভিটে উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই। কিন্তু কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী, পশ্চিম আগরতলা থানায় তাঁর নামে একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে।ওই মামলার নম্বর ও বিস্তারিত অভিযোগপত্রে যুক্ত করেছেন চন্দ্রশেখর সিনহা।

আইনজীবী নরসিংহ দাস দাবি করেন, “তথ্য গোপন রাখা এবং ভুয়ো শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি জমা দেওয়া গুরুতর অপরাধ।”

অন্যদিকে, মামলাকারী চন্দ্রশেখর সিনহা কৈলাসহরে কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, বিরোধী শিবিরের কৌশল অনুযায়ী এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে এভাবে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ায় কৈলাসহরের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের এই পদক্ষেপে রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

২৩’শে মথার কাঁধে ভর

● প্রথম পাতার পর

সরকার টিকে আছে।” তারা অভিযোগ করেন, রাজ্যে রাস্তাঘাট মেরামত নেই, বিদ্যুৎ পরিষেবা দুর্বিসহ, এমজিএনআরইজির কাজ নেই, সাধারণ মানুষ চরম অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে, সরকার সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার প্রতিশ্রুতিও ভুলে গেছে।

নেতৃত্বের দাবি, আগামী এডিসি ও বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে বিজেপি মুছে যাবে। তিপরা মথা নেতৃত্ব স্পষ্ট বলেন “আগামী দিনে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করতে হলে তিপরা মথার প্রয়োজন হবেই। লবণ ছাড়া যেমন সবজি রান্না হয় না, তেমনি তিপরা মথা ছাড়া কোনও দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না।” তাদের দাবি, কৃষক, শ্রমজীবী ও কর্মচারী অংশের মানুষের জন্য একমাত্র বিকল্প দল তিপরা মথা।

এদিন একপ্রকার বিজেপির দিকে পাল্টা জবাব ছুঁড়ে দিল মথা। দুই রাজনৈতিক শরিক দলের এই সংঘর্ষের জেরে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি।

৩৫ বছর ত্রিপুরাকে

● প্রথম পাতার পর

২০২৫-২৬-এ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৭,০০০ কোটি টাকা রেখেছি। ২০১৮ সালের আগে আগের সরকার যেভাবে মিথ্যা বলেছিল, আমরা এখন সেটা উপলব্ধি করছি। এখন আমরা রাজ্যে উন্নয়নের ঢেউ প্রত্যক্ষ করছি। আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা অনেক স্কিম এবং প্রকল্প চালু করছি।

ডাঃ সাহা আরও বলেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে রাজ্যে। আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের সাথে একটি নতুন ত্রিপুরা গড়তে চাই। আমাদের অবশ্যই সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে, যা ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। আমরা আমার সরকার, সিএম হেল্পলাইন, মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু ইত্যাদি চালু করেছি, যাতে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন না হয় এবং আমরা সমস্যাগুলি তাড়াতাড়ি সমাধান করতে পারি। আগের সরকার সমস্যা তৈরি করে ক্ষমতায় থাকত, কিন্তু আমরা সমস্যা সমাধান করি। ২০১৮ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা ২০,১৮৪টি সরকারি চাকরি প্রদান করেছি এবং কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। আমরা জানি কীভাবে স্বচ্ছভাবে চাকরি প্রদান করতে হয়। ডাঃ সাহা আরও জানান যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয় দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এবং পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

শুকনো গাঁজা সহ ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

জড়িত দুই যুবককে আটক করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

পুলিশ আধিকারিক জানান, এলাকায় মাদক চক্রের গতিবিধি নজরে রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অভিযান পরিচালনা করা হবে।

জাতীয় হস্ত শিল্প পুরস্কার

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং, বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতি নীলম শামি রাও, উন্নয়ণ কমিশনার (হস্তশিল্প) শ্রীমতি অমৃত রাজসহ বস্ত্র মন্ত্রকের অন্যান্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ।

২০২৩—২৪ সালের জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার বিতরণীর অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রঞ্জিত দাস ছাড়াও আরও ১২ জন শিল্পগুরু এবং ৩৬ জন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীকে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়। বস্ত্র মন্ত্রকের বক্তব্য, এই আয়োজন ভারতের বিচিত্র কারুশিল্প ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে সরকারের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে।

পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে রঞ্জিত দাস বলেন, “আমি এই শিল্প আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছি। সারা জীবন চেষ্টা করেছি বাঁশের কাজকে নিখুঁত করতে। এই সম্মান শুধু আমার নয়আমার পরিবার, আমার সমাজ এবং সেই তরুণ কারিগরদের, যারা আজও এই শিল্প শিখছে।”

উনার স্ত্রী শ্রীমতি ফুল কুমারী গভীর গর্ব প্রকাশ করে বলেন, “এই পুরস্কার বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি।” ত্রিপুরার তৃতীয় প্রজন্মের কারিগর রঞ্জিত দাস সূক্ষ্ম নকশার বাঁশের ঝুড়ি তৈরির জন্য পরিচিত। তিনি ঐতিহ্যবাহী বাঁশশিল্পের সঙ্গে আধুনিক নকশার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনত্ব এনেছেন। একই সঙ্গে তিনি নবীনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই শিল্পকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বস্ত্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলো ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে টেকসই জীবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কারিগরদের অনুপ্রাণিত করা, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও বেশি পরিচিত করে তোলা।

তিনটি দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

বাজার সংলগ্ন এলাকায় টমটম ও একটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন দুই বৃদ্ধা। এলাকাজুড়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধর্মনগর শহর থেকে দুই মহিলা টমটমে করে গঙ্গানগরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হাফলং বাজারের কাছে একটি গাড়ি আকস্মিকভাবে সজোরে টমটমটিকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার তীব্রতায় টমটমটি উল্টে গিয়ে দুই বৃদ্ধা রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর জখম হন।

খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, দুইজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। তাদের মধ্যে একজনের মাথায় গভীর ক্ষত রয়েছে। টমটম চালকও সামান্য আহত হয়েছেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সংঘর্ষের মূল কারণচালকের গাফিলতি নাকি অতিরিক্ত গতিতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
10-12-2025, 00:50

বিজয় মার্চেন্ট ক্রিকেটে উত্তরপ্রদেশের কাছে ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচেই ত্রিপুরা দল ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন। প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি বালকদের অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এলিট-এ গ্রুপে ত্রিপুরা আগামীকাল (বুধবার) ইনিংস পরাজয় এড়ানোর জন্য লড়বে। বিষয়টা অসম্ভব না হলেও ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা আদৌ তা পারবে কিনা সেটাই জিজ্ঞাস্য। ত্রিপুরা শিবিরে এই মুহূর্তে ৮ উইকেট অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ইনিংস পরাজয় এড়াতে প্রয়োজন ১৪১ রানের। ১০৭ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া দল ত্রিপুরার পক্ষে আগামীকাল ম্যাচের অন্তিম দিনে আদৌ ১৪১ রান সংগ্রহ করা সক্ষম হবে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। কর্ণাটকের শিমোগায় নাভোলি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে উত্তর প্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৩১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১০৭ রানে। ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল ২৮ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাজদীপ দেবনাথ ৪৪ রানে এবং যশ দেববর্মা ১৬ রানে আউট হলেও বিশাল সরকার ৭ রানে এবং অরীশ মজুমদার ৬ রানে উইকেটে রয়েছে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরার পক্ষে পৃথ্বীরাজ গোপের অপরাজিত ২৯ রান এবং ওপেনার রাজদীপ দেবনাথ এর ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো ছিল। এদিকে উত্তরপ্রদেশের ব্যাটার্সদের মধ্যে ওপেনার হীতেশ কুমারের ৭৫ রান, আরুশ গুপ্তের ৬৬ রান, অধিনায়ক অলোক কুমারের ৫০ রান দলের স্কোর বেশ সমৃদ্ধ করে তোলে। বোলিংয়ে ত্রিপুরার তুহিন দেবনাথ ৭৪ রানে চারটি উইকেট পায়। উত্তর প্রদেশের পৃথ্বীরাজ সিংও চারটি উইকেট তুলে নেয় ১৩ রানের বিনিময়ে। কৃষ্ণ যাদব (৫.১-৫-০-৩) তিনটি উইকেট পায় কোনও রান না দিয়েই। দ্বিতীয় ইনিংসেও পৃথ্বীরাজ এবং কৃষ্ণ দু-জনেই একটি করে উইকেট তুলে নিয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় গুজরাট ইনিংস সহ ১১১ রানের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে পরাজিত করেছে।

ইয়োনেক্স—সানরাইজ ৪র্থ মিনি ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার অংশগ্রহণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুজরাটের ভাদোদরায় সামা ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ইয়োনেক্স—সানরাইজ ৪র্থ মিনি ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে। বিশেষ করে অনূর্ধ-১১ বিভাগে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা একটি প্রতিশ্রুতিশীল তিন সদস্যের দল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়রা হলো: কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবনের ওম দেবনাথ, মডার্ন স্কুলের অম্বিকা পাল, সেন্ট পলসস্কুলের শুভ্রদীপ আচার্য্য। দলের টিম ম্যানেজার ছিলেন অভিজিৎ পাল, যিনি পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে খেলোয়াড়দের দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ও উৎসাহ যোগান। এই জাতীয় প্রতিযোগিতা ক্ষুদে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জন্য জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের প্রমাণ করা এবং খেলাধুলার প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শনের একটি মূল্যবান সুযোগ এনে দেয়। ত্রিপুরার অংশগ্রহণ রাজ্য ব্যাডমিন্টনের প্রতি বাড়তে থাকা আগ্রহ ও বিকাশমান ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও একবার তুলে ধরে। প্রতিযোগিতা শেষ হয় ভালো খেলা, ক্রীড়াসুলভ ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা নিয়ে।

কোচবিহার ট্রফি : ত্রিপুরার ৮ বোলার সত্ত্বেও বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে তামিলনাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে তামিলনাড়ু। ত্রিপুরার ৮ জন বোলারের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে খেলে। বিসিসিআই আয়োজিত কোচবিহার ট্রফি তথা অনূর্ধ ১৯ বালকদের চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এলিট এ গ্রুপের খেলায়। প্রথম খেলায় ত্রিপুরা দল হরিয়ানার সঙ্গে ড্র ম্যাচ থেকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তিন পয়েন্ট পেয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে অনেকটাই খারাপ ফলাফল হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইনিংস সহ ১৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে এখন ত্রিপুরার তথৈবচ চেহারা। তামিলনাড়ুর ডিংডিগোলে এন.পি.আর কলেজ গ্রাউন্ডে আজ, মঙ্গলবার ম্যাচ শুরুতে টস দিতে তামিলনাড়ু প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং দিনভর ৯০ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ২৮৪ রান সংগ্রহ করে মূলতঃ ইঙ্গিত দেয় বড় স্কোর গড়ার। ওপেনার রাজ জ্যামি ওয়ালস-এর ৭৮ রান, খুস বরদীয়ার ৫৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বিনীত ৫১ রানে এবং স্বাভিন ২২ রানে উইকেটে রয়েছেন। এছাড়া, নবীন এর ৩৩ রান ও অধিনায়ক অভিনব কান্নানের ৩১ রানও দলের বড় স্কোরের লক্ষ্যে সাহায্য করেছে। ত্রিপুরার বোলার শুভজিৎ দাস দুটি এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ ও কিষাণ সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল (বুধবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে তামিলনাড়ুর স্কোর প্রবৃদ্ধি কতটুকু হয়, তাই এখন দেখার বিষয়।

কুমারঘাটে সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ২১শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে শুরু হতে চলেছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস মেমোরিয়াল লীগ কাম নকআউট দিবারাত্রি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্থানীয় সুভাষ সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে কুমারঘাটে বসছে দ্বিতীয় বর্ষের এই ক্রিকেটের আসর। টুর্নামেন্টকে সফল করে তুলতে চলছে এখন জোরদার প্রস্তুতি। সম্প্রতি বিশেষ করে গত রবিবার সন্ধ্যায় ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের যাবতীয় দিক তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে সুভাষ সংঘ ক্লাবের সম্পাদক চম্পন দেবরায় জানান, সাত ওভার করে হবে প্রতিটি ম্যাচ। খেলায় সাতজন করে থাকবে খেলোয়াড়। খেলায় নাম নথিভুক্তের শেষ তারিখ আগামী ১৭ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। যাঁরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট এন্ট্রি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আইসিসি-র নিয়ম অনুসারে হবে খেলা। খেলায় চ্যাম্পিয়ন, রানার্স এবং ম্যান অফ দা ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্যা সিরিজ জয়ীদের জন্য বিভিন্ন ধাপে আর্থিক পুরস্কার অর্থাৎ প্রাইজমানি এবং সুদৃশ্য ট্রফি থাকবে বলে জানান ক্লাব কর্মকর্তারা। চ্যাম্পিয়ন দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ বিশ হাজার টাকা এবং রানার্স দলকে দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া ম্যান অব দ্যা সিরিজ হিসেবে রয়েছে ৩০০০ টাকার প্রাইজ মানি পুরস্কার। খেলাকে ঘিরে জোড় প্রস্তুতি চলছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যেও প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে জোর কদমে।

২,৭০,৪৪,৩৭,৪৪,১০০ টাকার চুক্তি ভাঙছে জিওহটস্টার! অথৈ জলে টি-২০ বিশ্বকাপের সম্প্রচার?

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত দেশের মাটিতে শিরোপা দখলে রাখার লড়াইয়ে নামবে। কিন্তু কোথায় দেখা যাবে সেই ম্যাচ? তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ আইসিসি'র সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করতে চাইছে সম্প্রকারচারী সংস্থা জিওহটস্টার। বিরাট আর্থিক ক্ষতিকে তারা যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছে।
২০২৪ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত জিওহটস্টারের সঙ্গে আইসিসি'র চুক্তি আছে। যার মূল্য ৩ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এখনও চুক্তির দুই বছরের বেশি সময় বাকি। শর্ত ছিল, প্রতি বছর অন্তত একটি বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতেই হবে। তবে জানা গিয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে জিওহটস্টারের ১২,৩১৯ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সেটার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৫,৭৬০ কোটি টাকা।
এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপের আগেই জিওহটস্টার চুক্তি ছিন্ন করতে চায়। অন্যদিকে নড়েচড়ে বসেছে আইসিসিও। অবস্থা বিবেচনা করে আইসিসি ২০২৬-২৯, এই তিন বছরের জন্য চুক্তির মূল্য কমিয়ে করেছে ২.৪ বিলিয়ন, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সমস্যা হল, কোনও সংস্থাই সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। জানা গিয়েছে আইসিসি ইতিমধ্যে সোনি পিকচারস, নেটফ্লিক্স ও অ্যামাজন প্রাইমকে আগামী দুই বছরের স্বত্বের জন্য যোগাযোগ করছে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভের লাভ হচ্ছে না।
কারণ বিদেশের মাটিতে ভারতের খেলার স্বত্ব সোনির কাছে থাকে। তাতে তারা বিশেষ লাভবান হয় না বলেই জানা গিয়েছে। নেটফ্লিক্স সেভাবে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত নয়, তাঁদের কাছে জায়গাটা নতুন। তাছাড়া সম্প্রতি ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স কিনে নেওয়ার পর তারা কতটা আগ্রহী হবে, সেটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু জিওহটস্টারের ক্ষতি কীভাবে দ্বিগুণ হল? মনে করা হচ্ছে অনলাইন গেমিং সংস্থাগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় তাদের বিজ্ঞাপনে ঘাটতি হয়েছে।

ছক্কার রেকর্ড ভাঙায় 'প্রিয়' রোহিতে মুগ্ধ আফ্রিদি গম্ভীরকে তোপ দেগে রো-কো'কে চান বিশ্বকাপে

ছয়ের 'রাজা' রোহিত শর্মা। আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছয় এখন রোহিত শর্মার নামে। ভেঙে দিয়েছেন শাহিদ আফ্রিদির রেকর্ড। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রোহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরকে ছেড়ে কথা বলছেন না তিনি।
৫০ ওভারের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড দীর্ঘদিন ছিল পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদির দখলে। তিনি ৩৯৮ ম্যাচে ৩৫১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন রোহিত। যা নিয়ে আফ্রিদি বলছেন, "রেকর্ড ভাঙার জন্যই তৈরি হয়। আমি খুশি, আমার পছন্দের এক প্লেয়ারই সেই রেকর্ড ভেঙেছে।" আইপিএলে ডেকান চার্জার্সের হয়ে খেলেছেন রোহিত-আফ্রিদি। প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে প্রাক্তন পাক তারকার আরও বক্তব্য, "চার্জার্সে অনুশীলনের সময় ওকে ব্যাট করতে দেখেছি। ওর প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তখনই জানতাম রোহিত একদিন ভারতের হয়ে খেলবে। ও নিজেকে অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে প্রমাণ করেছে।"তবে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিকে নিয়ে গৌতম গম্ভীরের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধী আফ্রিদি। গম্ভীর জমানায় রো-কো টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছে। এমনকী ওয়ানডে কেরিয়ারও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দু'জনেই আগুনে ফর্মে ছিলেন। সেটা মনে করিয়ে দিয়ে আফ্রিদি বলছেন, "গম্ভীর এমনভাবে কোচিং শুরু করেছিল, যেন ও যা বলবে সব ঠিক। কিন্তু দেখা গেল কেউ একজন সবসময় ঠিক হতে পারে না। রোহিত-বিরাট আজও ভারতীয় দলের শিরদাঁড়া। ওরা যেভাবে ওয়ানডে সিরিজে খেলেছে, তাতে ২০২৭-র বিশ্বকাপ পর্যন্ত অনায়াসে খেলতে পারে। গম্ভীরের উচিত ওদের বুদ্ধি করে ব্যবহার করা।" এখন বর্ডারের ওপার থেকেও গম্ভীরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভারতের হেড কোচ কি শুনছেন?

যাতায়াত, গরম, উচ্চতা! ফুটবল বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ হতেই চিন্তায় অনেক বড় দেশ, কারা বেশি চাপে?

শুক্রবার হয়েছিল বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাস। অনেক বড় দেশই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল নিজেদের গ্রুপে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল পড়ায়। তবে শনিবার সূচি প্রকাশ্যে আসতেই তাদের অনেকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। পরের বছর ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলা বেশির ভাগ দলের কাছে এখন প্রধান চিন্তা ম্যাচের মাঝে যাতায়াত, আমেরিকার গরম এবং মেক্সিকোর উচ্চতা। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, সহজ গ্রুপ মানেই কাজ সহজ হবে, এমন নয়।
শুক্রবার গ্রুপবিন্যাসের পর হাসিমুখে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তেকে। তাদের গ্রুপে উরুগুয়ে এবং কিছুটা সৌদি আরব বাদে অপর প্রতিপক্ষ কেপ ভার্দে। অর্থাৎ খুব একটা চাপ নেই। ক্যামেরা ঘোরাতেই ধরা পড়ছিল তাঁর হাসিমুখ। তবে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করতে বসলে নিঃ সন্দেহে তাঁর হাসি উবে যাবে। তারা দু'টি ম্যাচ খেলবে হবে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে আটালান্টায়, আপ্পালাচিয়ান পর্বের কোলে। তাপমাত্রা থাকবে ৩৩-৩৫ ডিগ্রি। ঘন ঘন বৃষ্টি হতে পারে। তবে স্টেডিয়ামে ছাদ ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় কিছুটা সুবিধা হতে পারে।
সমস্যা হবে তার পরে। আটালান্টায় এক সপ্তাহ থাকার পর স্পেন যাবে মেক্সিকোর গুয়াদালারারাতে, যা ২৮০০ কিলোমিটার দূর এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে ১৭০০ মিটার উঁচুতে। আলাদা টাইম জোন, হালকা বাতাস এবং পুরোপুরি উপক্রান্তীয় জলবায়ু। সেটা ভেবেই ফুয়েন্তে বলেছেন, "আমার সবচেয়ে চিন্তা ম্যাচের মাঝে যাতায়াত নিয়ে। তিন-চার দিন অন্তর হাজার হাজার কিলোমিটার যাত্রা করতে হবে আমাদের।"
সৌদি আরব ম্যাচ খেলার পরই মেক্সিকো যেতে হবে স্পেনকে। যাতায়াতের সময় বাদ দিয়েও অনুশীলনের জন্য মাত্র তিন দিন থাকবে তাদের হাতে। মার্সেলো বিয়েলসার প্রশিক্ষণাধীন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ খেলতে হবে তাদের। সন্ধ্যায় ম্যাচ হওয়ায় গরম থেকে বাঁচবে তারা। তবে এই সময়ই বাতাস হালকা হয়ে যায়। যারা হারবে, তাদের রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচ খেলতে আবার আমেরিকার মায়ামিতে যেতে হবে।
বোঝাই গিয়েছে, বিশ্বকাপ জিততে গেলে শুধু মাঠের নয়, মাঠের বাইরের সমস্যাগুলিকেও হারাতে হবে। যে সব দেশগুলিকে মেক্সিকোয় খেলতে হবে তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মেক্সিকোর তিনটি মাঠে খেলা হবে। তিনটি মাঠেরই আলাদা আলাদা চরিত্র। সবচেয়ে কঠিন রাজধানীর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে খেলা। এই মাঠেই 'হ্যান্ড অফ গড' গোল করেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। এই মাঠ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২০০ মিটার উচ্চতায়। নতুন করে সাজানোর আগে মেক্সিকো সব হোম ম্যাচ খেলত এই মাঠেই। গত পাঁচ দশকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই মাঠে মাত্র দু'টি ম্যাচ হেরেছে মেক্সিকো। বাতাস হালকা হওয়ার কারণে বল মাঝেসাঝেই অস্বাভাবিক বাঁক নেয়। আমেরিকার গোলকিপার টিম হাওয়ার্ড এই মাঠে ফুটবলকে তুলনা করেছিলেন 'সসার'-এর সঙ্গে। তাঁর কথায়, "যে কোনও গোলকিপারের পক্ষে এ ধরনের মাঠে খেলা কঠিন।" পরিবেশও উত্তপ্ত থাকে।
মেক্সিকোর তৃতীয় মাঠ মন্টেরে অতটা উঁচুতে নয়। তবে সেই মাঠ আমেরিকা-মেক্সিকোর সীমান্তে অবস্থিত। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গরম এই মাঠেই থাকবে। মন্টেরেতে খুব একটা বৃষ্টি হয় না। বিশ্বকাপের সময় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। তাপপ্রবাহও দেখা যেতে পারে।
সবচেয়ে সুবিধা পাওয়া যাবে কানাডায়। সে দেশের দু'টি মাঠ ভ্যাঙ্কুভার এবং টরন্টো কম উচ্চতায় অবস্থিত। খুব গরম বা বৃষ্টি কোনওটিই হয় না। আমেরিকার ১২টির মধ্যে ১১টি মাঠেই ছাদ ঢাকার ব্যবস্থা আছে। ফলে সেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বাকি মাঠগুলিতে গরম নির্ভর করছে কোন সময়ে খেলা হচ্ছে তার উপর। যদি দুপুরে খেলা হয় এবং সেখানে ইউরোপের কোনও দেশ খেলে, তা হলে কাজ সবচেয়ে কঠিন। আমেরিকার পশ্চিম সান ফ্রান্সিসকোতে গরম হলেও আর্দ্রতা কম থাকবে। ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখে যদি আন্দাজ পাওয়া যায়, তা হলে কোচেদের চিন্তা বাড়তে বাধ্য। ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল তো বলেই দিয়েছেন, পরিবর্ত খেলোয়াড়দের ডাগআউটে বসতেই দেবেন না। তাদের স্টেডিয়ামের ভেতরে রাখা হবে, যাতে ঘেমেনেয়ে আগেই ক্লান্ত না হয়ে যান কেউ। ইংল্যান্ড অবশ্য বস্টন এবং নিউ ইয়র্কের মতো আরামপ্রদ শহরে খেলবে। বিশ্বকাপে ব্রাজিল প্রথম ম্যাচ খেলবে নিউ ইয়র্কের। সেখান থেকে যাবে ১৩০ কিলোমিটার দূরের ফিলাডেলফিয়ায়। শেষ ম্যাচ খেলবে আরও ১,৯২০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে যাবে মায়ামিতে। আর্জেন্টিনা গ্রুপে প্রথম ম্যাচটি খেলবে কানসাসে। পরের দু'টি ম্যাচ খেলবে ডালাসে। ফলে মাত্র ৭৪২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে কেপ ভার্দেকে (৪,৭০০ কিলোমিটার)। এর পরেই রয়েছে উরুগুয়ে (৪,৫০০) এবং স্কটল্যান্ড (৪,২০০)। ভাগ্যবান নরওয়ে। তারা তিনটি ম্যাচ খেলতে মাত্র ৩৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে। ফ্রান্সও ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং বস্টনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে।অর্থাৎ, সূচি মানেই শুধু প্রতিপক্ষের নাম আর স্টেডিয়াম নয়, দেশগুলিকে ভাবতে হবে আরও অনেক কিছু নিয়ে।

ইংল্যান্ডের টেস্ট দলেও ডামাডোল!

হারের অজুহাত দিতে গিয়ে কোচ ও অধিনায়ক দু'রকম কথা বলছেন। আবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজের সুর বদলাচ্ছেন কোচ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের সাজঘরের পরিবেশ ভাল না। ঠিক যেমনটা হয়েছে ভারতের। দেশের মাটিতে দুই সিরিজে চুনকামের পর দায় ঠেলাঠেলির খেলা চলছে। সাদা বলের সিরিজকে ঢাল করছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তেমনটাই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রস্তুতিকে অজুহাত হিসাবে দেখিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। কিন্তু অধিনায়ক বেন স্টোকসের বক্তব্যের পর সুর বদলেছেন ম্যাকালাম।
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টেই দাঁড়াতে পারেনি ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্টে দু'দিনে হেরেছে তারা। পরের টেস্টে একটু লড়লেও ছবিটা বদলায়নি। দিন-রাতের টেস্টে হেরে সিরিজে ০-২ পিছিয়ে ইংল্যান্ড। আর একটি টেস্ট হারলেই সিরিজ খোয়াতে হবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ইংল্যান্ড। যা পরিস্থিতি, তাতে ফাইনাল খেলা কঠিন। কোচ ম্যাকালামের 'বাজবল'-এর সমালোচনা শুরু করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। কিন্তু ম্যাকালাম নিজের মতোই রয়েছেন। চাপ নিচ্ছেন না। হারের বিভিন্ন রকমের অজুহাত দিচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি নিয়ে বার বার সমালোচনা চলছে। পার্থে প্রথম টেস্টের আগে লিলাক হিলে নিজেদের মধ্যেই তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল তারা। পার্থের সঙ্গে সেই উইকেটের কোনও মিল ছিল না। পরে ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টের আগে ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি ইংল্যান্ড। বদলে ব্রিসবেনে পাঁচ দিন ধরে প্রস্তুতি সেরেছে তারা। ইংল্যান্ডের এই দলের তিন ক্রিকেটার এর আগে কোনও দিন গোলাপি বলে খেলেননি। তার পরেও প্রস্তুতি ম্যাচ তারা খেলেনি।
ব্রিসবেনে হেরে অবশ্য পাঁচ দিনের প্রস্তুতিকেই দায়ী করেছেন ম্যাকালাম। তিনি বলেন, "আমাদের প্রস্তুতি বেশিই হয়ে গিয়েছে। সে দিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত ছিল। কখনও কখনও বেশি প্রস্তুতিও হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এই ম্যাচে সেটাই হয়েছে।" ম্যাকালামের মতে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে চনমনে থাকাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "আমরা এত অনুশীলন করেছি যে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মানসিক ও শারীরিক ভাবে চনমনে থাকা উচিত ছিল। সেটা পরের ম্যাচ থেকে মাথায় রাখতে হবে। আজ রাতে মদ্যপান করব। তার পর ভাবব, পরের ম্যাচের আগে কী ভাবে প্রস্তুতি নেব।"
স্টোকস অবশ্য তেমনটা মনে করেন না। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়েছে তাঁদের। স্টোকসের কথা থেকে স্পষ্ট, তাঁদের প্রস্তুতি ভাল ভাবে হয়নি। তাই হারতে হয়েছে। স্টোকস পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তাঁর দলে দুর্বল ক্রিকেটারদের কোনও জায়গা নেই। ম্যাচ হেরে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন, "আমি যত দিন অধিনায়ক আছি, তত দিন এই দলে দুর্বল ক্রিকেটারদের জায়গা নেই। এই হারে আমি হতাশ। কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারিনি। চাপ সামলাতে পারিনি। তা হলে কী ভাবে জিতব? আমাদের আরও সাহসী ক্রিকেট খেলতে হবে।"
স্টোকস বিশ্বাস করেন, তাঁর দলের ক্ষমতা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জেতার। কিন্তু পারছেন না তাঁরা। স্টোকস বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের হাত থেকে খেলা বেরিয়ে গিয়েছে। আমাদের দলে যা প্রতিভা, তার পর এই ফলে আরও হতাশ লাগছে। আমাদের মানসিক ভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে। আরও লড়াই করতে হবে।"
স্টোকসের এই মন্তব্যের পরেই সুর বদলেছেন ম্যাকালাম। বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্টোকসের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন ম্যাকালাম। তখনই সুর বদলেছেন ইংল্যান্ডের কোচ। তিনি বলেন, "আমিও তো সেটাই (স্টোকসের বক্তব্য) বলতে চেয়েছি। আমরা এমন একটা দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলি, যেখানে নিজের সেরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।" ম্যাকালাম আরও বলেন, "অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসে নিজের উপর বিশ্বাস হারালে চলবে না। এই দেশে এসে এক ঘুষিতে চোয়াল ভেঙে গেলে চলবে না। আরও শক্তিশালী হতে হবে। মার খেয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য ভাল ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। পাল্টা মার দিতে হবে। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করব।"
২৪ ঘণ্টা আগে যে কোচ অতিরিক্ত প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন, সেই কোচই এখন ভাল ভাবে প্রস্তুতির কথা বলছেন। তা হলে কোনটা বিশ্বাস করছেন ম্যাকালাম। নাকি স্টোকসের সঙ্গে খুব একটা ভাল সম্পর্ক নেই তাঁর। কিন্তু যাতে সিরিজের মাঝে সেটা প্রকাশ না হয়ে যায়, তাই কথা ঘুরিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছেন তিনি। প্রশ্ন উঠছে। তৃতীয় টেস্টে ফিরতে না পারলে এই প্রশ্ন কিন্তু আরও জোরাল হবে। তখন কী বলবেন ম্যাকালাম? কী অজুহাত দেবেন ইংল্যান্ডের কোচ?

আইপিএল নিলামের আগে ছাঁটাই হাজারের বেশি ক্রিকেটার! জায়গা হল মাত্র ৩৫০ জনের, প্রত্যাবর্তন কেকেআরের প্রাক্তনীর

আইপিএলের আগামী মরসুমের আগে নিলামে নাম লিখিয়েছিলেন ১৩৯০ ক্রিকেটার। কিন্তু নিলামের আগে হাজারের বেশি ক্রিকেটারকে ছাঁটাই করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নিলামে নামছেন ৩৫০ ক্রিকেটার।
১৬ ডিসেম্বর আইপিএলের নিলাম। এ বারও দেশের বাইরে হবে নিলাম। সৌদি আরবে বসবে আসর। তার আগে ক্রিকেটারদের তালিকা জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।
এই ৩৫০ ক্রিকেটারের মধ্যে ভারতীয় দলে খেলা ১৬ জন রয়েছেন। বিদেশের বিভিন্ন জাতীয় দলে খেলা ৯৬ জন ক্রিকেটার নামছেন নিলামে। এ ছাড়া ২২৪ জন ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটার ও ১৪ জন ঘরোয়া বিদেশি ক্রিকেটারদেরও রাখা হয়েছে নিলামের তালিকায়। সেখানে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ আয়ার। তাঁর ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে ২ কোটি টাকা।
এ বারের নিলামে মোট আটটি ক্যাটেগরিতে ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উপরের ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ২ কোটি টাকা। এই ক্যাটেগরিতে ৪০ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। দ্বিতীয় ক্যাটেগরিতে রয়েছেন ৯ জন ক্রিকেটার। এই ক্যাটেগরির ন্যূনতম মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটেগরি পর্যন্ত ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১ কোটি ২৫ লক্ষ, ১ কোটি, ৭৫ লক্ষ, ৫০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটেগরিতে ক্রিকেটার রয়েছেন যথাক্রমে ৪, ১৭, ৪২, ৪, ৭ ও ২২৭ জন।
নিলামে নজর থাকবে প্রথম পাঁচটি সেটের উপর। এই পাঁচটি সেটেই রয়েছেন প্রথম সারির ক্রিকেটারেরা। প্রথম সেটে রয়েছেন ব্যাটারেরা। তাঁরা হলেন ডেভন কনওয়ে, জেক ফ্রেজার ম্যাকগুর্ক, ক্যামেরন গ্রিন, সরফরাজ খান, ডেভিড মিলার ও পৃথ্বী শ। দ্বিতীয় সেটে অলরাউন্ডারেরা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন গাস অ্যাটকিনসন, ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ, দীপক হুডা, বেঙ্কটেশ আয়ার, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইয়ান মুল্ডার ও রাচিন রবীন্দ্র। তৃতীয় সেটে উইকেটরক্ষকদের রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন ফিন অ্যালেন, জনি বেয়ারস্টো, শ্রীকর ভরত, কুইন্টন ডি'কক, বেন ডাকেট, রহমানুল্লা গুরবাজ ও জেমি স্মিথ। চতুর্থ সেটে জোরে বোলারদের তালিকায় রয়েছেন জেরাল্ড কোয়েৎজি, আকাশদীপ, জেকব ডাফি, ফজলহক ফারুকি, ম্যাট হেনরি, স্পেনসার জনসন, শিবম মাভি, অনরিখ নোখিয়ে ও মাথিশা পাথিরানা। পঞ্চম সেটে রয়েছেন স্পিনারেরা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন রবি বিশ্নোই, রাহুল চহর, আকিল হোসেন, মুজিব উর রহমান ও মাহিশ থিকশানা।নিলামে ১০ দল সর্বাধিক ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জন বিদেশি। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু নিলাম। সবচেয়ে বেশি ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে নিলামে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

CMYK

তারাসুন্দরী ছড়ার পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়নের কাজের সূচনা করলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে মোহনপুরের দক্ষিণ তরণগর এলাকার তারাসুন্দরী ছড়ায় চলমান পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন কাজ আজ পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী জানান দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে এই এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

তিনি বলেন কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা ছড়া ও পার্শবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। ছড়া পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হওয়ায় কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে এলাকার কৃষকদের জীবিকা আরও উন্নত হবে। এই উদ্যোগে স্থানীয়রা অত্যন্ত আনন্দিত।

তিনি আরও জানান, এই এলাকায় বেশ কিছু জলাধার অবহেলার কারণে নষ্ট হয়ে পড়েছিল। সরকারের লক্ষ্য হলো জাতীয় সড়কের নিকটবর্তী এই অঞ্চলকে আধুনিক সুবিধাসহ উন্নয়ন করে ভবিষ্যতে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

মন্ত্রী আরও জানান, এখানে একটি পার্ক নির্মিত হবে, যেখানে মানুষ হাঁটাচলা করতে পারবে, শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট খেলার জায়গা থাকবে এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক সুবিধাও যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি, প্রকল্পটিতে জল সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, জল সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা এবং এলাকার জনমানুষের বিনোদনের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে এ প্রকল্প জনসাধারণের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দেবে।

সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য অধিকর্তার সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর:স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল আজ সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, লেবার রুম, রান্নাঘর ও আশপাশের পরিবেশসহ সার্ভিস ডেলিভারির বিভিন্ন মৌলিক দিক পর্যালোচনা করেন।

পরিদর্শনকালে সার্ভিস ডেলিভারি উন্নতির জন্য মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জকে বিভিন্ন নির্দেশ ও পরামর্শ দেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ নির্মল সরকার। তিনি সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের সাথেও সরাসরি কথা বলেন। চিকিৎসাধীন রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান সম্পর্কে অবহিত হন। পরিকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণের উপরও স্বাস্থ্য অধিকর্তা গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো জেলা হাসপাতাল সহ মহকুমা হাসপাতালে প্রাপ্ত পরিষেবাগুলির গুণমান এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, যাতে সাধারণ মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারেন। এছাড়াও পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে ছিলেন সিপাহীজলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার।

উত্তরপ্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সপ্তর্ষীর বাড়িতে গেলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর : রাজধানীর রামনগরের ডাক্তারি পড়ুয়া সপ্তর্ষী দাসসহ মোট চারজন এমবিবিএস ছাত্র উত্তর প্রদেশের আমরোহা জেলায় দিল্লি—লখনউ জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে। আজ মৃত সপ্তর্ষীর বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী সহ সিপিআইএমের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

আজ রামনগরে সপ্তর্ষীর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে জীতেন্দ্র চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন এবং এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কোনওভাবেই সহনীয় নয়।

পরিবারের পাশে আমরা সবসময় আছি।

তিনি তার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পরিবারের সদস্যরা যেন দ্রুত শোক কাটিয়ে পুনরায় জীবনে এগিয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া, সিপিআইএম নেতৃত্বও পরিবারকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

স্কুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বক্সনগরের ভেটেরিনারি কর্মীর

বক্সনগর, ৯ ডিসেম্বর : বক্সনগর ব্লক অফিস থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক স্কুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বক্সনগরের ভেটেরিনারি কর্মী দেবাশীষ সরকার। গতকাল দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের সময় বক্সনগর টাউন হল সংলগ্ন মেইন রোডে ডিভাইডারের সঙ্গে তাঁর স্কুটি সজোরে ধাক্কা লাগলে গুরুতর আহত হন তিনি।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। মাথা ও মুখে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ স্যালাইন ও জরুরি চিকিৎসা শুরু করেন। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে রেফার করা হয় আগরতলার হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দেবাশীষ সরকারের মৃত্যুসংবাদে বক্সনগর রতনতলা গ্রামসহ সমগ্র এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সাধারণ মানুষ, সহকর্মী, এআরডিডি বিভাগের কর্মচারীরা তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত। ১৯৯৬ সালে এআরডিডি বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন দেবাশীষ সরকার। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আদর্শবান, সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ একজন কর্মী। গ্রামাঞ্চলে পশু চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁকে মানুষের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করেছিল।

তাঁর কর্মজীবনের এখনও চৌদ্দ মাস বাকি ছিল।

ধর্মনগরের পূর্ব হাফলংয়ে টমটম উল্টে গুরুতর আহত যাত্রী, চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পূর্ব হাফলং এলাকায় গতকাল রাতে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অতিরিক্ত গতিতে ছুটে আসা একটি যাত্রীবাহী টুকটুক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ওপর উল্টে গেলে গুরুতর আহত হন এক যাত্রী। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টমটমটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনার ফলে টুকটুকে থাকা যাত্রী শ্রীবাস নাথ, পূর্ব হাফলংয়ের বাসিন্দা, গুরুতর জখম হন। তাঁর হাত ভেঙে গেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার পর দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, আহত যাত্রীকে ফেলে টমটম চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে।

কৈলাসহরে টেন্ডারকে ঘিরে মাফিয়ারাজ বন্ধের দাবিতে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

কৈলাসহর, ৯ ডিসেম্বর : কৈলাসহরে সরকারি কাজে টেন্ডারকে কেন্দ্র করে চলা মাফিয়ারাজ বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করল কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেস। কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে প্রথমে স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেয়। পরবর্তীতে বিক্ষোভকারীরা আবার মিছিল করে কৈলাসহর থানায় গিয়ে থানার ওসি-এর নিকটও ডেপুটেশন প্রদান করে।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিত সিনহা,, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মো: বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, নর সিংহ দাস, দ্বীপ সিনহা, কাপুর রাজ সিনহা সহ আরও অনেকে। কৈলাসহর যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাত দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে মূল দাবি, সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় মাফিয়া হস্তক্ষেপ বন্ধ, টেন্ডারের সময় ঠিকাদারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাম্প্রতিক হামলা-হুমকির ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মো: বদরুজ্জামান জানান, কৈলাসহর বরাবরই শান্তি ও সম্প্রীতির শহর হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভাষায়, কৈলাসহর সাংস্কৃতিক নগরী। এখানে কখনো রাজনৈতিক অশান্তি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে টেন্ডারকে কেন্দ্র করে যে মাফিয়ারাজ শুরু হয়েছে, তা কৈলাসহরের শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।

মো: বদরুজ্জামান অভিযোগ করেন, কৈলাসহরের বিজেপির একাংশ এই অশান্তির জন্য দায়ী। তিনি জানান, অনলাইনে টেন্ডার আহ্বান করার পরই শহরে হামলা, মারামারি, পাল্টা আক্রমণের ঘটনা বেড়েছে। টেন্ডার পাওয়া ঠিকাদার ডিকল মানি জমা দিতে গেলে তাদের মারধর করা হচ্ছে। এমনকি ঠিকাদারদের বাড়িতে গিয়ে হামলার ঘটনাও ঘটছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, অবিলম্বে যদি এই মাফিয়ারাজ বন্ধ না হয়, তাহলে কংগ্রেস আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

কৈলাসহরের শান্তি নষ্ট হচ্ছে টেন্ডারকে কেন্দ্র করে। বিজেপির একাংশ এর সঙ্গে জড়িত। ঠিকাদারদের উপর হামলা হচ্ছে নিয়মিত। আমরা চাই অবিলম্বে এই মাফিয়া রাজ বন্ধ হোক। না হলে আরও কঠোর আন্দোলন হবে। কৈলাসহরের এই বিক্ষোভ মিছিল শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে।

গোমতী জেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন পরিদর্শন করার জন্য আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু গোমতী জেলার বিভিন্ন গ্রাম সফর করেন।

রাজ্যপাল পরিদর্শনের প্রথম পর্যায়ে করবুক মহকুমার জলেয়া ভিলেজ পরিদর্শন করেন। সে সময় তিনি স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান কার্ড প্রভৃতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি উপস্থিত কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিককে সেখানে একটি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেন।

তাছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের একলব্য এবং নবোদয় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় ভর্তি হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ সময় রাজ্যপাল এবং রাজ্যপাল পত্নী এন, রেণুকা স্থানীয়দের মধ্যে পি.আর.টি.সি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, সার্ভাইভেল সার্টিফিকেট, পি.ভি.সি. রেশন কার্ড এবং উচ্চফলন বীজ বিতরণ করেন। তাছাড়াও তারা ককবাকসা স্বসহায়ক দলকে ৭ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

পরবর্তীতে রাজ্যপাল শিলাছড়িস্থিত বি.ও.পি.-র বি.এস.এফ. জওয়ানদের সাথে সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বি.এসএফ. ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি, অলক কুমার চক্রবর্তী, ব্যাটেলিয়ন কমান্ডেন্ট অজয় কুমার। রাজ্যপাল এদিন শুকনাছড়ায় অবস্থিত মহাবোধি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয়দের সাথে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তিপ্রাসা স্বসহায়ক দল, লোটাস স্বসহায়ক দলকে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। তাছাড়াও তিনি ৩ জন স্থানীয় গ্রামবাসীকে ২ লক্ষ টাকা করে ঋণের চেকও তুলে দেন। আজকের এই পরিদর্শনকালে রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

এরপর রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ রূপাইছড়িস্থিত একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার লুধুয়া চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন এবং চা শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, রাজ্যপালের সচিব ইউ.কে. চাকমা, জেলাশাসক মহ: সাজাদ পি. প্রমুখ।

সরকারি জমিতে খড়ের কুঞ্জ নির্মাণ, রাতে আগুনে পুড়ে সর্বস্বান্ত অসহায় পরিবার

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: কাঁঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ মহেশপুর ৪ নং ওয়ার্ডে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক অসহায় পরিবারের খড়ের কুঞ্জ। নদীর পাড়ের সরকারি জমিতে নির্মাণ করা ওই অস্থায়ী খড়ের কুঞ্জ হারিয়ে এখন নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারটি। গবাদি পশু পালনের মধ্য দিয়েই সংসার প্রতিপালন করেন পরিবারটি বলে জানিয়েছেন পরিবারের কর্তা।

পরিবারের কর্তা জানান, জমি-জমা না থাকায় বাধ্য হয়েই তিনি নদীর চরে খড়ের কুঞ্জ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু গভীর রাতে হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তারা ছুটে এসে দেখেন, খড়ের কুঞ্জ দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সবকিছু মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কে বা কারা এই আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িত, তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে এই অগ্নিসংযোগ ঘটানো হতে পারে। ঘটনার পর এলাকাজুড়ে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে সমস্ত খড় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে চোরের হানা, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর : ছৈলেংটায় কালিয়া তালুকদার পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের তালা ভেঙে দুষ্কৃতকারীরা ভেতরে ঢোকে এবং শিশু খাদ্যসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনা সকালে সেন্টারের কর্মীরা টের পেয়ে এলাকাবাসীকে খবর দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিশুদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যেও যদি চোরের হাত পড়ে, তাহলে নিরাপত্তা কোথায়?

চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবেই এই চুরি সংঘটিত হয়েছে। সিসিটিভি না থাকায় দুষ্কৃতকারীদের শনাক্তে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে এলাকাবাসীরা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের নিরাপত্তা জোরদার এবং ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

আগামীকাল থেকে তিনদিনব্যাপী চন্দ্রপুর পর্যটন ও মিলন মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ ডিসেম্বর:আগামীকাল থেকে তিনদিনব্যাপী চন্দ্রপুর পর্যটন ও মিলন মেলা শুরু হচ্ছে। যা চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাজনগর ব্লকের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ নাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়দেব সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দন দেবনাথ সহ অন্যান্যগণ। সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা উপলক্ষ্যে স্মরণিকা শৌর্য্য-র আবরণ উন্মোচন করা হয়।

মেলাঘর পৌরসভার আবাস যোজনা ঘর নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ: টাকা না পেয়ে বেহাল অবস্থা ঘরপ্রাপকদের

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: মেলাঘর পৌরসভার ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আবাস যোজনা ঘর বরাদ্দকে ঘিরে বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘরপ্রাপ্ত বহু দরিদ্র পরিবার বাইক বিক্রি করে, অতিরিক্ত সুদে ঋণ নিয়ে কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করে ঘর নির্মাণ করলেও এখনো পর্যন্ত সরকারি অনুদানের এক টাকাও পাননি।

সরকার গরিব মানুষের বাসস্থান নিশ্চিত করতে আবাস যোজনার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু সেই টাকা পঞ্চায়েত বা পৌরসভা স্তরে পৌঁছানোর পর আমলা থেকে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আত্মসাতের প্রতিযোগিতা চলছে বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।

এবারের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু মেলাঘর পৌরসভার ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড। আরমানের মাধ্যমে বরাদ্দ হওয়া এই দুই ওয়ার্ডের বহু আবাস যোজনা ঘরের মালিক আজ চরম দুর্দশায়।

ঘরপ্রাপকদের অভিযোগ, পৌরসভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ধাপে ধাপে সমস্ত টাকাই ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হবে। সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করে অনেকে ঋণ, সুদ, এমনকি ব্যক্তিগত জমি বিক্রি পর্যন্ত করে ঘর তৈরি শুরু করেন। পৌরসভার পক্ষ থেকে বারবার ছবি ও কাগজপত্র জমা নেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত কেউ এক পয়সাও পাননি।

অনেক ঘরের নির্মাণ মাঝপথে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকার কারণে ঘরের খালি জায়গায় বড় গাছ---ঝোপ গজিয়ে উঠেছে, নোংরা আবর্জনায় তৈরি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, পৌরসভায় গেলে বলা হয় টাকা নাকি ইতিমধ্যেই ঢুকে গেছে এবং ব্যাংকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে তারা খালি হাতেই ফিরে আসেন। ফলে ক্ষোভ ও হতাশা দিন দিন বাড়ছে। ইতিমধ্যেই পৌরসভার বিভিন্ন দুর্নীতির খবর সমাজমাধ্যম থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে। এবার আবাস যোজনা নিয়েও নতুন করে বিতর্কে জড়ালো মেলাঘর পৌরসভা।

ঘরপ্রাপ্তরা সবাই নিম্ন আয়ের পরিবার। তাদের বক্তব্য, আমরা কোটিপতি নই।

অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে ঘর তৈরি করেছি। এখনো টাকা না পাওয়ায় ঋণের বোঝায় জর্জরিত।

তাদের দাবি, অবিলম্বে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সরকারি অনুদান ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে হবে যাতে তারা ঋণমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

বিলোনিয়ায় সারা ভারত কৃষক সভার ২২তম সম্মেলন ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর, প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ ডিসেম্বর : "বিপন্ন কৃষি, বিপন্ন কৃষক, বিপন্ন স্বদেশ এসো গড়ি প্রতিরোধ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা ভারত কৃষক সভার বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির ২২তম সম্মেলনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ের কৃষক সভার অফিস কক্ষে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা জানান, আগামী ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে সারা ভারত কৃষক সভার মহকুমা সম্মেলন। সম্মেলনকে সর্বাত্মক সফল করতে কৃষিজীবী পরিবারসহ সকল শ্রেণির মানুষের উপস্থিতির আহ্বান জানান তারা।

নেতৃত্বদের বক্তব্যে উঠে আসে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সংকট ও কৃষিক্ষেত্রের নাজুক অবস্থার প্রসঙ্গ। তারা জানান, আগে কৃষকসভার প্রধান দাবি ছিল "জমি দাও", কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। সারের দাম, বীজের দাম, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি সহায়তা যথাযথভাবে না পাওয়ায় বহু কৃষিজমি আজ অলস পড়ে আছে। কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও ন্যায্য দাম মিলছে না ফলে কৃষিকাজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে বহু পরিবারে।

নেতৃত্বরা বলেন, "কৃষককে বাঁচাতে হলে কৃষিজমি ও উৎপাদনকে বাঁচাতে হবে। খাদ্য সংকট এড়াতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কৃষিমুখী নীতি গ্রহণ করতে হবে। কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম এবং কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি।"

আগামী দু'দিনের সম্মেলনে কৃষকের সমস্যা, কৃষি নীতি, ফসলের ন্যায্য মূল্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হবে বলে জানানো হয়। তারা আরও বলেন, "কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধি ছাড়া দেশের উন্নতির বিকল্প পথ নেই।"

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, সভাপতি নির্মল ভৌমিক এবং সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক।

পায়ের রক্তনালী শুকিয়ে যাওয়া সংকটাপন্ন রোগী কার্ডিওলজিস্টদের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসকদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেই প্রাণ ফিরে পেলেন সোনামুড়ার ৫৬ বৎসর বয়সী একজন সংকটাপন্ন রোগী। গত ছয় মাস যাবৎ হাঁটা-চলা করার সময় রোগীর দু"পায়ে প্রচন্ড ব্যথা হত এবং এই ব্যথার জন্য রোগী রাতে ঘুমোতে পারতেন না। গত এক মাস ধরে রোগীর এই ব্যথা চরম আকার ধারণ করে এবং রোগীর দু"পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত সমস্যা নিয়ে রোগীকে জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাসের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করা হয়। ডাঃ দাস গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ রোগীর এনজিওগ্রাফি করেন। আর এই এনজিওগ্রাফি রিপোর্ট বিচার বিশ্লেষণ করে ডাঃ দাস দেখেন যে রোগীর দু"পায়ের রক্তনালী শুকিয়ে গেছে। এই উপসর্গকে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ বা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ বলা হয়ে থাকে। এটি একটি রক্তনালীর রোগ, যেখানে হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের বাইরের ধমনী, শিরা বা লিম্ফ্যাটিক ধমনীগুলি সরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রোগীর ডান পায়ের রক্তনালী প্রায় একশ শতাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং রক্তনালীর উৎপত্তি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এই সমস্যাটির নিরসনে কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস রোগীকে দ্রুত অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ প্রদান করেন। সেই অনুযায়ী গত ২ ডিসেম্বর রোগীর রক্তনালীতে স্টেন্ট বসানো হয়। এই অস্ত্রোপচারের পর রোগী সুস্থ হয়ে উঠে স্বাভাবিক হাঁটা-চলা করতে পারছেন এবং রোগীর পায়ে রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। উল্লেখ্য, এই অস্ত্রোপচারে কোন কাটা ছেঁড়া করা হয় নি। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসা করা হয়। গত ৪ ডিসেম্বর রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচার অন্য কোন বেসরকারি হাসপাতালে করতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হতো। উক্ত অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস, সহকারী অধ্যাপক এবং কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডাঃঅনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য্য, কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র চিকিৎসক ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ প্রান্তিক রায়, সহ ক্যাথ ল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথ ল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানস দত্ত, তিতিক্ষা মজুমদার এবং ইকো টেকনিশিয়ান কিষাণ রায় প্রমুখ। বহিরাজ্যে না গিয়ে রাজ্যেই জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসকদের হাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে সুস্থ হয়ে উঠায় রোগীর পরিবার-পরিজনেরা চিকিৎসকসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10-12-2025, 00:41